www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৯ শ্রাবণ – ২৫ শ্রাবণ, ১৪২৪ ঃ ৫ আগস্ট – ১১ আগস্ট, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 41, 5 August - 11 August, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের কলকাতায় ভেঙে পড়ল একটি জীর্ণ বাড়ি।

প্রাচীন এই শহরের নানা প্রান্তে বিশেষ করে পুরনো কলকাতার বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে জীর্ণ বাড়ির সারি। এসব বাড়ি ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব কবেই নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু গতি কচ্ছপের।

রবিবার : পাহাড়ের আগুন এবার সমতলে। সুকনা মোড় থেকে

শিলিগুড়ি পর্যন্ত মোর্চার মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড। লাঠি, ইঁট, গুলি কিছুই বাদ রইল না। পাহাড় নিয়ে নির্লিপ্ত সরকার এক্ষেত্রেও পুলিশ পাঠিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

সোমবার : কলেজে অশান্তি

অব্যাহত। চারুচন্দ্রের পর জয়পুরিয়া। লাটে উঠেছে পড়াশুনো, শিক্ষামন্ত্রী বিরক্ত। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না। কড়া পদক্ষেপে সরকার নারাজ। অধ্যক্ষ অধ্যাপকদের ত্রাহি রব।

মঙ্গলবার: সিকিমের ডোকালাম ঘিরে উত্তেজনা কিছুটা কমলেও

কমছে না চিনের আগ্রাসী মনোভাব। এবার উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ভারত–তিব্বত সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করল চিনা সেনা। আপাত শান্ত এই সীমান্তে ও অশান্তি করতে চায় চিন।

বুধবার : ভারতীয় সেনার আরও এক সাফল্য কাশ্মীরে খতম লস্কর নেতা দুজানা। তিন মাস আগে

নাগাল থেকে পালিয়ে যাওয়া এই লস্করি শীর্ষ নেতার উপর নজর রেখে খতম অভিযান সেনা গোয়েন্দাদের অনবদ্য সাফল্য।

বৃহস্পতিবার : কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটক সরকারের মন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের রিসর্ট ও বাড়িতে আয়কর হানায় উদ্ধার হল ১০

কোটি টাকা নগদ এবং ১০ কোটি টাকার গহনা। এই টাকার বড় অংশ নাকি গিয়েছে কংগ্রেসের তহবিলে। অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছে।

শুক্রবার : জইশ–ই–মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারকে রাষ্ট্রপুঞ্জে কালো তালিকাভুক্ত করতে ফের ভেটো দিল চিন। এর আগেও

এই ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসাবে পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে

ভারতে ঢুকতে মরিয়া জিহাদিরা

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশেই উৎসবের মরশুম আসন্ন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই শারদীয়ার কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে উৎসবের মরশুমে এই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির ব্যাপক আশঙ্কা রয়েছে। বসিরহাট–বাদুড়িয়ার আগুন নিভে গেলেও, বেশ কিছু এলাকায় বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম–গঞ্জে সাম্প্রদায়িকতার ছাই চাপা আগুনের উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্র আগেই জানিয়েছে যে বসিরহাট–বাদুড়িয়া কাণ্ডে বহিরাগত বাংলাদেশী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত ছিল। এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানালেন এবছর একাদশীর দিন মহরম হওয়ায় প্রশাসন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যেই জেলা গোয়েন্দাবাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে কোনও খবর যেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অনেক আগে থেকেই জানানো হয়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে আরও খবর, পাকিস্তানের মদতে 'জিহাদি' জঙ্গিরা বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে মরিয়া। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ৪০৯৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা আছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হল ২২১৭ কিলোমিটার। এছাড়া অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরামে রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা। খবর পাওয়া গিয়েছে যে এই পাঁচ রাজ্যের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই ঘাঁটি গেড়ে আছে হুজি, জামাত–উল–মুজাহিদিন গোষ্ঠীর জিহাদিরা। সূত্রের খবর শারদীয়া মরসুমের আগেই পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ, টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ, বনগাঁ, কুমীরমারি, লাহিড়ীপুর, ছোট মোল্লাখালি প্রভৃতি সুন্দরবন এলাকার নদীপথে বাংলাদেশ থেকে জিহাদিরা এরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিএসএফ ও উপকূলরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করেছে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার থানাগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতেও জামাত–উল মুজাহিদিন নতুন করে স্লিপার সেল খুলছে বলে সূত্রের খবর। এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে মৌলবাদী জিহাদি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ আটকানোই মূল 'চ্যালেঞ্জ'। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ আরও জোরদার কারণ ইতিমধ্যেই এই রাজ্য জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল বলে পরিচিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

জেহাদি টার্গেট

রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম

পশ্চিমবঙ্গ

হাসনাবাদ, টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ, বনগাঁ, কুমীরমারি, লাহিড়ীপুর, ছোট মোল্লাখালি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া

কোটালের ভয়ে কাঁটা বোটখালির মানুষ

মেহেবুব গাজী

২০০৯ সালে আয়লার দাপটে বঙ্গোপসাগরের বোটখালি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ হিসাবে গত আট বছরে ধুয়েমুছে প্রায় সাফ হয়ে গিয়েছে আড়াই কিমির বেশি সমুদ্র বাঁধ। এর ফলে ধবলাটের শিবপুর মৌজায় কয়েকশো বিঘাতে কোটালে ঢুকছে নোনা জল। প্রকৃতির নিয়মে কোটাল কাটলেই আবার নামবে জল। তবে এখন জল একটু করে সরলেও আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। বছর তিন আগে শিবপুর গ্রামের একটি ইটের রাস্তা এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যায়। তবে পরে ওই বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে অস্থায়ীভাবে পঠন পাঠন হচ্ছে। বর্তমানে অন্যত্র ঠাঁই নিয়েছেন বাঁধের উপর বসবাসকারী বেশ কয়েকটি পরিবার। কোটাল এলেই এই এলাকার মানুষের চিন্তার আর অবকাশ থাকে না।

সাগর ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েত কাজের নিরিখে শীর্ষে থাকলেও এখানকার বাঁধের অবস্থা খুবই খারাপ। গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সুন্দরবনে আয়লার ক্ষতিপূরণ এলেও বর্তমান সরকার তখন বিরোধিতা করে এবং বাঁধের কাজ করতে বাধা দেয়। ফলে টাকা কেন্দ্রে ফেরত চলে যায়। পরে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কাজ শুরু করে ও খুবই ধীর গতিতে কাজ করে চলছে এবং কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে জমি জটে আটকে বাঁধের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায়।

অন্য দিকে ভিটে হারানো ৮২ টি পরিবার কে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে জমির পাট্টা ও গীতাঞ্জলি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য সাহায্য করা হচ্ছে। ধবলাট পঞ্চায়েতের অন্যত্র বাঁধ হওয়ায় কিছুটা রক্ষা করা গিয়েছে বসন্তপুর ও শিবপুরের বেশ কিছু এলাকা। তবে এখনও আড়াই কিমি বাঁধ তৈরি হয়নি জমিজটের জন্যে। আর এই ভাঙা অংশে প্রতি বছর কোটালের জল ঢুকে প্লাবিত হচ্ছে সব্জির খেত, পুকুর চাষ জমি। তবে আশার কথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের উদ্যোগে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ধবলাটে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের জন্য

এখনই জলের তলায় বোটখালির রাস্তা। নিজস্ব চিত্র

জমির মালিক ও বর্গাদারদের নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। তবে সাগরের বিডিও অনির্বাণ বোস জানান আমাদের ব্লক থেকে বিষয়টি নজরে আনা হয়েছে। আমরা দ্রুত সেচ দপ্তরের সাথে কথা বলেছি। যাতে খুব দ্রুত কাজ শেষ করা যায়। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় কাজ শুরু হয়েও গিয়েছে। কিন্তু সব শেষে একটাই চিন্তা স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে বার বার আসছে তা হল কংক্রিটের বাঁধ কবে নির্মাণ হবে, না হলে তো আবার যে কোনও মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে তাদের একটু একটু করে সাজানো স্বপ্ন গুলো। সামনে ভাদ্র মাসেই আছে ষাঁড়াষাঁড়ি কোটাল। আর সেই দিনের কথা ভাবলে বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে জলে ভাসমান থাকার দিন।

বিদেশ থেকে আরও অনেক সত্য প্রকাশের সম্ভাবনা

নেতাজি তথ্য গোপন করে স্বচ্ছ ভারত হতে পারে না

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

পৃথিবীর কোনও দেশ যে মিথ্যাকে মেনে নেয়নি, সেই মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার

তাসখন্দ ম্যান

আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে খন্ডি ভারত সরকারের প্রশাসন দেশভাগের দিন থেকে আজ পর্যন্ত। মিত্র শক্তি ইঙ্গ–মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভুল পথে চালিত করতে নেতাজি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর যে প্লট রচনা করেছিলেন তা সময়ের নিয়মে সম্পর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল অনেক কাল আগেস। সম্প্রতি ফ্রান্স এর গোপন নথি প্রকাশ্যে আসায় জানলেন ১৯৪৭ সালের ১১ ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান সুভাষচন্দ্র বসু ইন্দোচিন

প্যারিস ম্যান

অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষে প্যারিস পিস কনফারেন্সে এক রহস্যময় ভিয়েতনামী ডিপ্লোম্যাট এর চেহারার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিখোঁজ সমরনায়ক নেতাজির সাদৃশ্য আজও ওয়াকিবহাল দুনিয়ার অপার বিস্ময়, সেই রহস্যময় 'প্যারিসম্যান' এর প্রকৃত পরিচয় আজ বিশ্ববাসীর কাছে ফ্রান্স কিংবা ভিয়েতনাম কোনও তরফেই প্রকাশ্যে জানান হয়নি। অন্যদিকে রাশিয়ার তাসখন্দ চুক্তির সময় এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যিনি ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি লালবাহাদুর শাস্ত্রী , রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কেনিগিন ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুবখানের সঙ্গে দেখা যায়। ফেসম্যাপিং–এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে এই তাসখন্দ ম্যানই যে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এমনই প্রমাণিত যদিও সংশ্লিষ্ট কোনও রাষ্ট্রই ওই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় সরকারিভাবে প্রকাশ করেনি। ভারস সরকার মাত্র ৩০৩টি নেতাজি নথি প্রকাশ করে খান্ত দিয়েছেন। রাজ্য সরকার ৬৪টি ফাইল প্রকাশ করলেও বহু গোপনীয় ফাইল আজও প্রকাশ করেনি। এই ধরনের আংশিক ফাইল প্রকাশের প্রবণতা নেতাজির বিরুদ্ধে আরও গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়।

আগামী দিনে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প ভারতসরকার সরকারিভাবে প্রত্যাহার না করলে এবং বিশেষ থেকে আরও নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ হয়ে গেলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ভারতরে জনপ্রতিনিধিরা এবং সরকার স্বচ্ছ ভারতের তথা মুখে যতই বলুন ইতিহাসের কাছে অস্বচ্ছই থেকে যাবেন।

রক্তের রিপোর্টের দাবিতে বিক্ষোভ হাবরা হাসপাতালে

পার্থ ঘোষ : অভিযোগ আগেও ছিল। চিকিৎসা নিয়ে টালবাহানা, অযাচিতভাবে রোগী হয়রানি, এমনকি অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তকরণ হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালের নিত্য

ঘটনা। কিন্তু কিছুদিন ধরে হাবরা হাসপাতালে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন রোগী ও তাঁদের পরিবারেরা। অভিযোগ কয়েকদিন ধরে হাবরা হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে না এবং অনিয়মিতভাবে তা করা হলেও তার রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না। ফলে হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের চিকিৎসা মারাত্মকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় রোগীর পরিবারের দাবি কখনো কখনো সাধারণ রোগীরাও মুমূর্ষু হয়ে পড়ছেন এবং তাদের স্থানান্তরিত করতে হচ্ছে বারাসত বা আরজি কর হাসপাতালে। কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে এই হাসপাতালের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রোগীর আত্মীয়রা রোগীদের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট না পেয়ে হাসপাতালের সুপার শঙ্করলাল ঘোষকে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। হাসপাতাল সূত্রের খবর পিপিপি মডেলে এখানে স্বল্প মূল্যে রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র চালান অরবিন্দ পাল।

এরপর পাঁচের পাতায়

যাত্রী পরিষেবার অভাবে ধুঁকছে মডেল স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : নামেই মডেল স্টেশন। সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার ক্যানিং স্টেশনের যাত্রী পরিষেবার অবস্থা যে বেহাল স্টেশনে গেলেই তা বোঝা যায়। ১৮৬২ সালের ২ জানুয়ারি প্রথম ক্যানিং থেকে ট্রেন ছাড়ে। ইতিহাস এর সাক্ষী বহন ছাড়া আর কিছুই নেই। একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্যানিং স্টেশন হয়ে গোসাবাতে গিয়েছিলেন। সেই সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার কিংবা সিংহদুয়ার ক্যানিং স্টেশন নানা রোগে জর্জরিত।

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে রীতিমতো কাকসা হয়ে ট্রেন ধরতে হয় নিত্যযাত্রীদের। স্টেশনে কার্যত

কোনও ছাউনি নেই। টিকিট কাউন্টার সংলগ্ন যে একটু শেড আছে সেটি বহু পুরানো। তাই গরমের পাশাপাশি আচমকা ঝড় বৃষ্টিতে ভিজতে হয় সাধারণ যাত্রীদের। একটি মডেল স্টেশনে কোনও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই। তারপর পানীয় জল ও শৌচালয়–এর অবস্থা খুবই খারাপ। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার এবং মডেল ক্যানিং স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে যাত্রী পরিষেবা না থাকায় ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাসায়নিক ও অ্যান্টিবায়োটিকে বাঙালির প্রিয় মাছ এখন প্রাণঘাতী

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য। বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে মাছের জুড়ি নেই। তাই কথায় বলে, মাছে–ভাতে বাঙালির প্রাণ। কিন্তু বাঙালির রসনা তৃপ্তিকর সেই প্রিয় মাছ বর্তমানে কতখানি স্বাস্থ্যকর বা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ তা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ একদিকে বাসি পচা মাছ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ ও রাসায়নিকের দৌলতে টাটকা বলে বিকোচ্ছে খোলা বাজারে। অন্যদিকে মানুষের ব্যবহার্য অ্যান্টিবায়োটিক দেদার ব্যবহার করা হচ্ছে মাছ চাষের ক্ষেত্রে। আমাদের রাজ্যে যে পরিমাণ মাছ চাষ হয় বিভিন্ন ভেড়ি ও জলাশয়গুলিতে, তা পশ্চিমবঙ্গের মাছ ভোগী জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল। দক্ষিণভারতের অন্ধ্র থেকে মাছের আমদানি না হলে রাজ্যবাসীর মাছের ভাঁড়ারে ব্যাপক হাহাকারে পড়ে যেত বলে মন্তব্য করেন মাছ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু মাছ অত্যন্ত দ্রুত পচনশীল পণ্য। তাই অন্ধ্র থেকে সেই মাছ পশ্চিমবঙ্গে আমদানি হয়ে খোলা বাজারে আসতে গেলে যে সময় লেগে যায় তাতে কোনও মাছই টাটকা বা তাজা থাকার কথা নয়। তাই মাছে বরফ দিয়ে তাকে বাজার জাত করাই রেওয়াজ। কিন্তু তা যেমন বহু ব্যয় সাপেক্ষ, তেমনই অনেক সময় তাতেও শেষরক্ষা হয়না বা মাছকে টিকিয়ে রাখা যায়না। তাই অসাধু ব্যবসায়ীরা মাছকে দীর্ঘদিন রেখে বিক্রি করার জন্যে ফরমালিন ব্যবহার করে থাকেন, যা মানুষের শররের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক রাসায়নিক বলে মন্তব্য করেন মৎস্য দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। তারা আরও জানান, ফরমালিন মেশানো মাছ খেলে যকৃত,

পাকস্থলী সহ শরীরের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্ষতি হতে পারে মস্তিষ্কেরও। সম্প্রতি হলদিয়ার সুতাহাটা ব্লকের এক সচেতনতা শিবিরে এমন তথ্যই জানিয়েছেন, ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ দফতরেরআধিকারিকরা। অন্যদিকে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও বিপজ্জনক।

মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'অ্যান্টিবায়োটিক মাছে ব্যবহার হলে তা মানুষের শরীরে চলে আসে।' দুই মেদিনীপুর সহ দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় বাণিজ্যিকভাবে মিষ্টি ও নোনা জলে প্রচুর মাছ চাষ হচ্ছে। এবং মাছকে দ্রুত বড় করে তোলার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় বলে জানিয়েছেন মাছ চাষিদের অনেকেই। এ বিষয়ে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকোয়া কালচারের অবসরপ্রাপ্ত মৎস্য গবেষক প্রতাপকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মাছ চাষের জন্য ভারত সরকার অনুমোদিত নন অ্যান্টিবায়োটিক কেমিক্যাল এই রাজ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে মাছের শরীরের অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক প্রবণতা।' মেডিসিন বিভাগের বহু চিকিৎসক মনে করেন, মাছকে যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হচ্ছে, তা মাছের শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই মাছ যতই রান্না করে খাওয়া হোক না কেন, তা অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত হয় না। ফলে মানুষের শরীরে তার প্রবেশ ঘটছে মাছের মাধ্যমে।

১০ হাজারের ক্রিজে ভিত শক্ত করছে নিফটি মহারাজ

পার্থসারথি গুহ

প্রায় সপ্তাখানেক হয়ে গেল নিফটি বাবাজীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে ১০ হাজারের ওপর। রেকর্ড গড়ার পর একটুও যেন হাঁপ ধরে নি তার। ক্রিজে জমে যাওয়া ব্যাটসম্যান যেমন সব বলকেই ফুটবলের মতো দেখতে থাকেন তেমনই আই–সেট যেন হয়ে গেছে সূচক জোরের। নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন সেনসেক্সও ছুটছে দ্রুতগতিতে। সেনসেক্সের সামনে এখন আবার ৩৩ হাজারকে ছুঁয়ে দেখার হাতছানি। অর্থাৎ দুই সূচকের চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায়। এর প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের নানা নিদানের কথাও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও প্রিন্ট মিডিয়াতে। যথারীতি তার মধ্যে সবটাই ঠিকঠাক তা নয়, অনেক গাঁজাখুড়ি পর্যবেক্ষণ রিপোর্টও বেরোচ্ছে। এমনিতে এই বাজারের চাল বা মতিগতি বোঝা যে কোনও বিশেষজ্ঞের কম্ম নয় সেটা বোধহয় সবাই বোঝেন। তার ওপর এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১০ হাজারকে বেস ধরে আপাতত আরও ওপরে উঠবে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫–৬ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ৯৫০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ৯ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ৮৬০০ চলে আসাটাও অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন এই ৯ হাজারের নিফটি ২০১৬ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ কারেকশন করে ৬৮০০ তে এসেছিল। এত বড় মাপের কারেকশন হওয়ার মতো জমি হয়তো এখন প্রস্তুত নেই। বরং বুলদের পার্টি ভেস্তে দেওয়া এখন রীতিমতো অসম্ভব। সেক্ষেত্রে নিফটি তার লাগাতার উত্থান বজায় রেখে ১০৪০০–১০৫০০ পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই

অর্থনীতি

পারে। তারপর টেকনিক্যালস চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা বড় রেজিস্ট্যান্স। সেই জায়গায় গিয়ে হয়তো বড়সড় ধাক্কার মুখে পড়তে হবে সূচককে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেভাবে চলছে তাতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে।

এই বাজারে আন্দাজে বলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। এঁদের রেষারেষির কাহিনী লিখতে গেলে আবার অন্য একটা উপন্যাস হয়ে যাবে।

ব্যাঙ্কে ১৬৬০ ট্রেনি ও অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেলস অফিসার (ট্রেনিং), সেলস অফিসার, রিলেশনশিপ অফিসার এবং ক্রেডিট অফিসার পদে ১,৬৬০ জন কর্মী নেমে ইএসএএফ স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক। এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। নিয়োগ করা হবে সংস্থার বিভিন্ন কেন্দ্রে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১।

শূন্যপদের বিবরণ : সেলস অফিসার (ট্রেনিং) : ৬০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেলস এবং মার্কেটিং সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। অথবা যে–কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে সেলস–সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

সেলস অফিসার : ৫০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সঙ্গে সেলস–সংক্রান্ত কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট সেলস–সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

রিলেশনশিপ অফিসার : ৫০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যাঙ্ক, নন–ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি বা আতিথেয়তা শিল্পে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ক্রেডিট অফিসার : ৬০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে ক্রেডিট অ্যাপ্রেইজাল–সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে অবজেক্টিভ টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ৭৫ নম্বরের অবজেক্টিভ টেস্টে প্রশ্ন হবে রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড, ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.esafbank.com অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট। প্রার্থীরা চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে দরখাস্তের সময় প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পশ্চিমবঙ্গ সেট পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের 'স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট' (সেট) নেওয়া হবে ৩ ডিসেম্বর। এই পরীক্ষায় সফল হলে রাজ্যের কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যায়। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার ফল গ্রাহ্য করে।

কাজের খবর

এবারে পরীক্ষা নেওয়া হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটের কোড নম্বর) : ইংরেজি (০১), বাংলা (০২), সংস্কৃত (০৩), হিন্দি (০৪), উর্দু (০৫), কমার্স (০৬), ইকনমিক্স (০৭), ইতিহাস (০৮), ফিলজফি (০৯), পলিটিক্যাল সায়েন্স (১০), এডুকেশন (১১), কেমিক্যাল সায়েন্সেস (১২), ভূগোল (১৩), লাইফ সায়েন্সেস (১৪), ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্সেস (১৫), ফিজিক্যাল সায়েন্সেস (১৬), সোশিওলজি (১৭),সাইকোলজি (১৮), লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স (১৯), ফিজিক্যাল এডুকেশন (২০), ইলেক্ট্রনিক্স সায়েন্স (২১), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস (২২), হোম সায়েন্স (২৩), সাঁওতালি (২৪), মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম (২৫), অ্যানথ্রোপলজি (২৬), আর্থ, অ্যাটমোস্ফেরিক, ওশান অ্যান্ড প্ল্যানেটরি সায়েন্সেস (২৭), মিউজিক (২৮), ল (২৯), নেপালি (৩০)। পরীক্ষার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : 20/SET/17.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫৫ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর–সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১–এর আগে মাস্টার ডিগ্রির পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে থাকলে (ফলপ্রকাশ এই তারিখের পরে হলেও চলবে) স্নাতকোত্তর ৫০ শতাংশ নম্বর সেট পরীক্ষায় বসে পারবেন। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন।

ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস বিষয়ের জন্য পরীক্ষায় বসতে চাইলে মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে পিওর ম্যাথমেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্সে। লাইফ সায়েন্সেস বিষয়ের জন্য পরীক্ষায় বতে হলে মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, বটানি, জুলজি, মাইক্রোবায়োলজি, মলিকিউলার বায়োলজি, বায়ো–কেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি, ফিজিওলজি বা সমতুল যে কোনও একটি বিষয়ে। লাইব্রেরি সায়েন্স বিষয়ে পরীক্ষায় বসার জন্য এমলিব বা এমএলআইএস ডিগ্রি থাকতে হবে। ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ের পরীক্ষায় বসতে এমপি এড ডিগ্রি থাকতে হবে।

সেট পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই।

লিখিত সেট পরীক্ষা তিনটি পেপারের। সব পেপারেই অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে। নেগেটিভ মার্কিন নেই। প্রথম পেপারে থাকবে রিজনিং এবিলিটি, কম্প্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিঙ্কিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের প্রশ্ন। ৬০টি প্রশ্ন থাকবে। যে–কোনও ৫০টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ ১০০ নম্বরের পেপার। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের পরীক্ষা।

দ্বিতীয় পেপারে থাকবে প্রার্থীর বিষয়ের ওপর প্রশ্ন। ৫০ প্রশ্নের সবকটিরই উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে ২ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের পেপার। এই পেপারের পরীক্ষা সকাল ১১টা ১৫ মিনিট থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত, অর্থাৎ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের।

তৃতীয় পেপারেও প্রার্থীর বিষয় থেকে প্রশ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে ৭৫টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি প্রশ্নে ২ নম্বর করে মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। এই পেপারের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত, অর্থাৎ আড়াই ঘন্টা।

দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫ মিনিট এবং তৃতীয় পত্রে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫০ মিনিট সময় পাবেন।

সেট পরীক্ষার সিলেবাস ইউজিসি–র নেট পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারী। বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটে : www.examinationonline.in প্রার্থীর চালু ই–মেল ঠিকানা এবং যোগাযোগের মোবাইল ফোন নম্বর থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট।

পরীক্ষার ফি ১,০০০ টাকা (তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা দিতে পারেন। অথবা ই–চালানের মাধ্যমে নগদে ফি জমা দিতে পারেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়। অনলাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এবং অফলাইনের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৪০ টাকা দিতে হবে। চালানের প্রিন্ট আউট পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

ফি জমা দেওয়ার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.wbcsc. org.in

৯৫০ তফসিলি তরুণ–তরুণীকে নিখরচায় বিপিও এবং ডেটা এন্ট্রির সরকারি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিক পাশ? কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান আছে? তাহলে ডেটা এন্ট্রি এবং কল সেন্টারে কাজ করার কথা ভাবতে পারেন। এই দুই ক্ষেত্রেই কাজ জানা ছেলেমেয়েদের চাহিদা থাকে সবসময়ই।

এ সংক্রান্ত কোনও প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। রাজ্যের তফসিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত তরুণ–তরুণীদের জন্য নিখরচায় ডেটা এন্ট্রি এবং বিপিও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার।

কী পড়বেন

পড়ানো হয় দু'টি কোর্স– সিআরএম ডোমেস্টিক নন ভয়েস এবং ডোমেস্টিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। কোর্সের পাঠক্রম মিনিস্ট্রি অব ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিওরশিপের অধীনস্থ ন্যাশনাল স্কিলড কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কর্তৃক অনুমোদিত। ছুটির দিন বাদে দিনে ৪ ঘন্টা করে মোট ৪০০ ঘন্টার ক্লাস হবে।

কোথায় পড়বেন রাজ্য সরকারের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলি– আলিপুরদুয়ার, কালচিনি (আলিপুরদুয়ার), কালিয়াচক (মালদহ), কৃষ্ণনগর (নদিয়া), কালনা, কাটোয়া (বর্ধমান), আরামবাগ, খানাকুল (হুগলি), বনগাঁ (উত্তর ২৪ পরগনা), ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি), চন্দ্রকোনা (পশ্চিম মেদিনীপুর), মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ (কোচবিহার), মল্লারপুর (বীরভূম), বাঁকুড়া।

কারা পড়বেন

৯৫০টি আসন রয়েছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অন্তত মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী প্রার্থীর বার্ষিক পরিবার আয় ৯৮,০০০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রার্থীর বার্ষিক পারিবারিক আয় ১,২০,০০০ টাকার মধ্যে হতে হবে।

কীভাবে ভর্তি

ভর্তির জন্য এখনই আবেদন করা যাচ্ছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে wbscstcorp.gov.in এছাড়াও ভর্তির জন্য নাম নথিভুক্ত করতে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলির কোনও একটিতে– ৮৩৩৬০–৮৮০৬১, ৯০৭৩৯–১৫২১৯, ৮৩৩৬০–৮৮০৪২, ৮৩৩৬০–৮৮০২৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট। ভর্তির সময় প্রয়োজন হবে এই সব নথিপত্র ও তার নকল–

- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যর্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র।
- কাস্ট সার্টিফিকেট।
- ভোটার অথবা আধার কার্ড।
- পরিবারের বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র

কাজের সুযোগ

ডেটা এন্ট্রি মূলত ব্যবসা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য তথ্য কম্পিউটারে নথিভুক্তির কাজ। ছোট ব্যবসায়িক সংস্থা থেকে ব্যাঙ্ক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি বহুজাতিক সংস্থাগুলিও এই ধরনের কাজের জন্য দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করে। একই ধরনের আউটসোর্সিংয়ের কাজ হয় কল সেন্টারগুলিতেও। আজকাল বিমা, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সহ বিভিন্ন সংস্থা কল সেন্টারের পরিষেবা ব্যবহার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট সামলানো, কথা বলা, টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি জানা থাকতে হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রশিক্ষণের শেষে ক্যাম্পাসিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ আগস্ট – ১১ আগস্ট, ২০১৭

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। ভ্রমণে বিদেশে পাড়ির সম্ভবনা।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। প্রেমিকের থেকে প্রতারণার যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ৪১

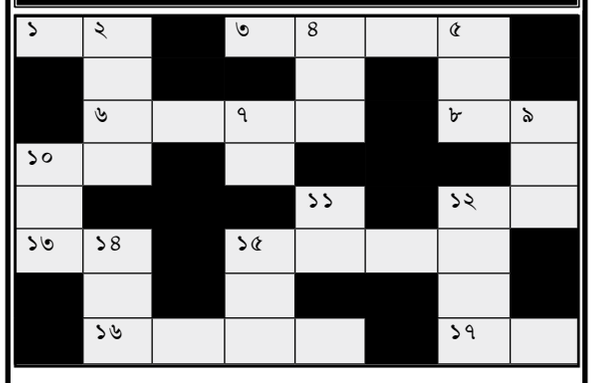

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আয়ান ঘোষের পত্নী ও কৃষ্ণের প্রেমিকা ৩। বোঝাপড়া ৬। ইটের টুকরো ৮। কী পরিমাণ, বহু ১০। ধারণা, সমর্থন ১২। চওড়ার মাপ ১৩। ফুলের কুঁড়ি ১৫। অভিপ্রায় ও চেষ্টা ১৬। নেপালের রাজধানী ১৭। বিনয়ী।

উপর–নীচ

২। অবিরাম বর্ষণ ৪। প্রসাদ ৫। মুসলমানদের বিবাহবিচ্ছেদ ৭। কর্মদক্ষ ৯। তীরে অবস্থিত, নিরপেক্ষ ১০। মন্ত্রীর এক্তিয়ারভুক্ত শাসন বিভাগ ১১। অনিষ্ট, হানি ১২। পেয়ে যা দিতে হয় ১৪। ক্ষুদ্র পত্র ১৫। '—তব উদ্ভাসিত।'

সমাধান : শব্দবার্তা ৪০

পাশাপাশি : ১। ব্যাখ্যামূলক ৪। বেদ ৭। ধিক্কার ৮। বকবক ১০। পরকলা ১১। ধারণ ১৩। কর্ষ ১৪। মাথাওয়ালা।

উপর–নীচ : ২। খ্যাতি ৩। লক্ষাধিক ৫। দহনজ্বালা ৬। সরকার ৮। বকধার্মিক ৯। বলাধান ১০। পণপ্রথা ১২। মোয়া।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

শিল্যানাসের সাত বছর পরেও হল না লঘাটা সেতু

অভীক মিত্র : লাভপুর : ২০১০ সালে শিল্যানাসের পর কেটে গিয়েছে সাত বছর তারপরেও হয়নি লাভপুরের লঘাটা সেতু। ফলে ভুগছে বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। ২০১০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী মানুষজনের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে লাভপুরের লঘাটা সেতুর শিল্যানাস করেছিলেন। তখন লাভপুরের বিধায়ক ছিলেন সিপিএমের নবনীতা মুখোপাধ্যায় এবং বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন সিপিএমের ডাক্তার রামচন্দ্র ডোম। তারপর ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্যের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটে। সিপিএমকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। তারপর বীরভূম জেলার রাজনীতির নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু লাভপুরের লঘাটা সেতু নির্মাণ হয় নি। ফলে ক্ষোভে ফুসছে লাভপুর, নানুর, কীর্নাহার সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা।

এইবছরও অতিবৃষ্টিতে কুঁয়ে নদীর জলে ভেসেছে লাভপুর ব্লকের একাধিক গ্রাম। ভেসে গিয়েছিলো লঘাটা কজওয়ে। বন্ধ হয়ে যায় সিউড়ী – কাটোয়া রাজ্য সড়ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের সকল স্তরে নতুন সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েও কোনো লাভ হয় নি। প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ ডাক্তার রামচন্দ্র ডোম বলেন, 'এটা এলাকার প্রতি চরম অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

লাভপুরে বন্যা দেখলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিনের লাগাতার টানা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের বিস্তীর্ন গ্রাম। জলে ডুবে মারা গিয়েছেন একজন। দীর্ঘদিন বন্ধ সিউড়ী – কাটোয়া রাজ্য সড়কে যান চলাচল। ২৮ জুলাই শুক্রবার বিকালে লাভপুর এলাকার বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে ঘুরে দেখলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। লাভপুরের বন্যাকে

'ম্যানমেড' বন্যা বলে অভিহিত করে তিনি ডিভিসির জল ছাড়াকে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেন।

২৮ জুলাই বিকাল পাঁচটা নাগাদ সড়ক পথে লাভপুরের লাঘাটা ব্রীজে আসেন মন্ত্রী। তারপর লাভপুরের ঠিবা গ্রাম পরিদর্শনে যান। সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল, জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরি, জেলাশাসক পি মোহনগান্ধী, লাভপুর ব্লকের বিডিও জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস, ব্লক তৃনমূল সভাপতি তরুন চক্রবর্তী। ১১টি পঞ্চায়েতের শীতলগ্রাম, গলাইচন্ডী, আবাদ, জামনা, ঠিবা, মিরিটি, বলরামপুর, ব্রাহ্মনপাড়া, জয়চন্দ্রপুর, চতুভুজপুর, লঘাটা, খাপুর, কান্দরকুলা, কাদরপুর সহ বিভিন্ন গ্রাম বন্যায় ভেসে গিয়েছে। গত ২৩ জুলাই লাভপুর ব্লকের বন্যা কবলিত গ্রামগুলি ঘুরে দেখেছিলেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক পি মোহনগান্ধী, বোলপুরের মহকুমাশাসক সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। ঠিবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিলেন জেলাশাসক। সেখানকার সাধারন মানুষজনের কথা শোনেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন জেলাশাসক।

শৌচাগারের টাকা তছরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শৌচাগার তৈরির টাকা তছরূপ নিয়ে এবার কোমর বেঁধে আন্দোলনের পথে নামছে ময়ূরেশ্বর বিজেপি। বিডিওকে দিয়েছে ডেপুটেশন। কাঠগড়ায় শাসকদল তৃণমূল। ৮টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর পঞ্চায়েত। ময়ূরেশ্বর বিজেপি–র সাধারণ সম্পাদক বিক্রমজিৎ ঘোষের অভিযোগ, '২০১৩ –১৪ এবং ২০১৪ – ১৫ সালে ময়ূরেশ্বর পঞ্চায়েত এলাকার ১০০০ – ১২০০ জনের শৌচাগার না করে টাকা তছরূপ করেছে এক তৃণমূল নেতা। এমনকি মৃত ব্যাক্তির টাকা তুলে নিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা।' টাকা তছরূপ তদন্তের দাবিতে ইতিমধ্যে ময়ূরেশ্বর –২ নং ব্লকের বিডিও অমিত কুমার গায়েন কে ডেপুটেশন দিয়েছে বলে জানান ময়ূরেশ্বর বিক্রমজিৎবাবু। এরফলে ভুগছে সাধারণ গ্রামবাসীরা। বিডিও অমিতকুমার গায়েনের সংক্ষিপ্ত উত্তর 'তদন্ত করছি।'

গুলি স্বপনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেয়াদহ ট্রান্সফরমারের মুখে সত্যসাধন কেন্দ্রর মধ্যপাড়ায় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শানু গুলি চালায় স্বপনের দিকে। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যায় স্বপন। তার চিৎকার শুনে বাসিন্দরা ছুটে গিয়ে দেখে শানু ও তার শাগরেদ আজগার মোটরবাইক চেপে পালাচ্ছে। স্বপনকে ভরতি করা হয় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। এলাকা সুত্রের খবর শানু বড় ধরনের তোলাবাজ। স্বপন জমি কিনে প্লটিং করে বিক্রি করে। স্বপন নিজের জমি বিক্রি করার সময় শানু টাকা চাওয়ায় সে দিতে রাজি হয়নি। তাই এই ঘটনা বলে অনুমান। সোনারপুর থানার পুলিশ শানু ও তার শাগরেদকে গ্রেফতার করে এবং পুকুর থেকে উদ্ধার হয় রিভলবার। অভিযুক্ত শানু গ্রেফতারের পর পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজত দিয়েছে বিচারক।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং কলেজে ভর্তি হতে চেয়ে অধ্যক্ষের সাথে দেখা করার সময় দুর্ব্যবহার এর অভিযোগ তুলে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে গত ৩১ জুলাই থানায় অভিযোগ দায়ের করলো এক ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং এর ট্যারাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজে।

উল্লেখ্য ৩১জুলাই দুপুর ২টো১৫মিট নাগাদ বঙ্কিম সরদার কলেজের কলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তন্ময় ওরফে অজয় দেবনাথ তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হওয়ার জন্য কলেজে যায়। ভর্তি না নিয়ে অফিস কর্মীরা অধ্যক্ষের সাথে দেখা করতে বলেন। দেখা করার সময় অধ্যক্ষ তিলক চ্যাটার্জি বলেন তোর মতো অসভ্য,নোংরা,বদমাশ ছেলেকে কলেজে ভর্তি নেবো না। যা তুই কোর্ট থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে আয় তারপর ভর্তি নেবো।কলেজে আমার কথায় উঠবি আর বসবি এমন লিখিত দিলে তবে ভর্তি নেবো । এছাড়াও আরো ভাষার অযোগ্য ভাষায় দুর্ব্যবহার করেন এবং কথা বলতে না দিয়ে অধ্যক্ষের ঘর থেকে বের করে দেন বলে অভিযোগ বঙ্কিম সরদার কলেজের কলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অজয় দেবনাথের। পরে বাধ্য হয়েই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি,অভিযোগ নং–১৭৮০(৩১/০৭/২০১৭)এমনটাই জানালেন কলা বিভাগের ছাত্র তন্ময় ওরফে অজয় দেবনাথ।

এই ঘটনার ব্যাপারে বঙ্কিম সরদার কলেজের অধ্যক্ষ তিলক চ্যাটার্জির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন তন্ময় নামে একজন ছাত্র আমার কাছে এসেছিল,খারাপ ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠেনা । তন্ময় নামে ওই ছাত্রটি একটি ভর্তির ফর্ম তুলেছিল সেটি ভুল ফিলাপ করেছিল সেটা ওই ছাত্র জানতে চেয়েছিল। ও ব্যাপারটা আমার জানা নেই। আর যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে আপনার সমস্যা যদি মিটে যায় তাহলে কাগজপত্র আনলে দেখবো। অধ্যক্ষ আরো বলেন গত মার্চ মাসের ৭ তারিখ এ কলেজে ভাঙচুর , অগ্নিসংযোগের যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে চারজনের নামে এফআইআর হয়। তন্ময় তাদের মধ্যে একজন। যার জন্য তন্ময় কে বলেছিলাম সমস্যা যে মিটে গেছে তার কাগজ পত্র আনলে দেখবো,এর বেশি কোনও কথা বলা হয়নি।

অন্য দিকে এই ঘটনার কথা লিখিত ভাবে নবান্ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,মানবাধিকার কমিশন,ক্যানিং মহকুমা শাসক কে জানাবেন বলে জানিয়েছে তন্ময় ওরফে অজয় দেবনাথ। ।

জেটি সংস্কারে সমস্যায় যাত্রীরা

সাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ জুলাই, গত কয়েকদিন আগে কাকদ্বীপের লট নম্বর আটের ৪ নং জেটিটি গ্যাংওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পল্টুনটি। অমাবস্যার কোটালের জেরে জলস্তর বাড়ার ফলে মুড়িগঙ্গা নদীর এই জেটিটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে সেরকম বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও গ্যাংওয়ে মেরামত না করা পর্যন্ত ৪ নম্বর জেটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে বেশ কয়েকদিন ধরে। গত কয়েক বছর ধরে এই ৪ নম্বর জেটি দিয়ে সাগরের বেশিরভাগ যাত্রী পারাপার করা হত। কিন্তু সেই জেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জোয়ার–ভাটার কারণে দিনে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। ফলে দিনের একটা বড় সময় ধরে পারাপার বন্ধ থাকায় যাত্রীরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সাগরে এই ৪ ও ২ নম্বর জেটিটি হচ্ছে স্থায়ী। তবে সাগরমেলার সময় অনেক গুলি অস্থায়ী তৈরি হয়ে থাকে। মেলা বাদ দিয়ে সারা বছর এই দুটি জেটি দিয়ে লোকপারাপার চলে।

শ্রাবণ মাস জুড়ে নেপালের পুণ্যার্থীরা সাগরে ভিড় জমান। এবারও নেপাল থেকে প্রতিদিন পুণ্যার্থীরা আসছেন। কিন্তু সাগরে

বন্ধ লট নম্বর আটের ৪ নম্বর জেটি। ছবি: প্রতিবেদক

যেতে এবং ফিরতে নাকাল হতে হচ্ছে। পাশাপাশি সাগর দ্বীপের সমস্ত মানুষের সমস্যা বেড়ে চলেছে। হাসপাতাল থেকে স্কুল এমনকি যাদের প্রতিনিয়ত কাকদ্বীপের মতো মূল ভূখন্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এই সাগরদ্বীপে ফলে এই সমস্ত মানুষের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ভেসেল পরিষেবা দেয় ভূতল পরিবহণ নিগম। জেলা প্রশাসন দুর্ঘটনার দিনই দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দিয়েছিল নিগমকে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও মেরামতি শেষ হয়নি। জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, মেরমতির কাজ চলছে। দ্রুত কাজ শেষ হবে।'

তবে বর্তমানে ৪নং জেটিতে কাজ চলায় এটার পরিবর্তে ২ নং জেটি দিয়ে পারাপার চলছে। কিন্তু গঠনমূলক ভাবে এই জেটির কাছে নদীর নাব্যতা কম থাকায় সম্পূর্ণ ভাটাতে ভেসেল বন্ধ থাকছে এমনকি জোয়ারে সময়ও ২ ঘন্টাতে দেরি চলছে ভেসেল। এর ফলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক লট নম্বর আটে মানুষকে সারা রাত থাকতে হচ্ছে পরের দিন নদী পেরিয়ে ওপারে কচুবেড়িয়াতে যেতে হচ্ছে। গঙ্গাসাগর যাওয়ার অন্যতম পথ হল এই মুড়িগঙ্গা নদী। লট নম্বর আট থেকে ভেসেলে চেপে কচুবেড়িয়াতে পৌঁছান যাত্রীরা। ফলে ২ নম্বর জেটিতে অনেক চাপ পড়ছে। সারাদিনে ২টির বেশি ভেসেল চলছে না। পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি সাগরে বসবাসকারী মানুষের ভরসা এই ভেসেল পরিষেবা।

মুড়িগঙ্গা নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় জোয়ারের সময় ভেসেল চালানো হয়। ভাটার সময় পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয় ভেসেল। সেজন্য সাগরমেলার জন্য তৈরি অস্থায়ী ৪ নম্বর জেটিটিকে পরবর্তী সময় স্থায়ী করা হয়েছিল। বর্তমানে এই জেটি দিয়েই বেশি যাত্রীকে পারাপার করানো হয়। কিন্তু সেই জেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। বিশেষকরে অসুস্থদের পারাপার করতে সবচেয়ে বেশি হয়রান হতে হচ্ছে। লট নম্বর ৮ ও কচুবেড়িয়াতে পর্যাপ্ত যাত্রীশেড না থাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকা যাত্রীদের কার্যত খোলা আকাশের নীচে শুয়ে, বসে কাটাতে হচ্ছে। রোদ ও বৃষ্টিতে চরম নাকাল হতে হচ্ছে।

জলসন্ত্রাসে বিপর্যস্ত জনজীবন

হাওড়া

জয়িতা কুন্ডু : বিধ্বংসী বন্যার সাক্ষী হল হাওড়া। গত ২৪ জুলাই থেকে তিন দিন ধরে দফায় দফায় জল ছাড়ে ডিভিসি। যার পরিমাণ হল আড়াই লক্ষ কিউসেক। এই জল দামোদরের পাড় উপচে ভাসিয়ে দেয় উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা–২ ব্লককে। ব্যাপক ক্ষয়–ক্ষতির কবলে পড়ে হাওড়ার এ দুটি ব্লক। ২০টি গ্রাম–পঞ্চায়েত এলাকার অন্তত ২০০টি গ্রাম প্লাবিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হন ৩ লক্ষ মানুষ। টাকার অঙ্কে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করছে হাওড়া জেলা প্রশাসন। তবে আপাতত প্রাথমিক যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে শুধু কৃষির ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। দুটি ব্লক মিলিয়ে ১৩ হাজার হেক্টর জমির চাষ নষ্ট হয়েছে। আমন ও আউশ ধান চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। উদয়নারায়ণপুর ও আমতা ২ ব্লকে অবশ্য বন্যা নতুন নয়। দামোদরের ডান দিকে এই দুটি ব্লক অবস্থিত। এই অংশটুকুতে দামোদরের ডান দিকে কোনও বাঁধ নেই। এটি হল ডিভিসির স্পিল–ওভার এলাকা। অর্থাৎ ডিভিসির ছাড়া জল এই এলাকার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। স্পিল–ওভার এলাকা ঘোষিত থাকার জন্য সেচ দফতর এই উল্টো দিকে অর্থাৎ দামোদরের বাঁ–দিকে বাঁধ দেয়। ফলে আমতা–১ ব্লক এবং হাওড়া শহর সুরক্ষিত থাকে। সেচ দফতর এবং ডিভিসির এই পদ্ধতিগত কলা–কৌশলের বলি হন উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা–২ ব্লকের গরিব–গুর্বো মানুষগুলি।

৬০ হাজার কিউসেক পর্যন্ত জল ছাড়লে কোনও বিপদ হয় না। কিন্তু জল ছাড়ার পরিমাণ এর উর্দ্ধে উঠলে প্রমাদ গোনেন এই দুটি ব্লকের মানুষ। এবছর ডিভিসি আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে ভয়ঙ্কর বন্যা দেখা দিয়েছে এই দুটি ব্লকে। প্রায় ১০০টি ত্রাণ শিবিরে হাজার হাজার মানুষ যখন চিঁড়ে–গুড়ের জন্য হা–পিত্যেশ করছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তরজা চলছে ডিভিসির। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ চুপিচুপি জল ছেড়ে মানুষকে বিপদে ফেলছে ডিভিসি।

অন্যদিকে ডিভিসির পাল্টা বক্তব্য জল না ছেড়ে উপায় ছিল না। এর মধ্যে অবশ্য আশার বাণী শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণের ১৮০০ কোটি টাকা খরচ করে দামোদর সহ বিভিন্ন নদীর নিচের অংশ সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেটা হলে দামোদরের নাব্যতা অনেক বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে জল ধারণের ক্ষমতা। তখন হয়ত ডিভিসির ছাড়া বাড়তি জলে আর ভাসতে হবে না উদয়নারায়ণপুর আমতার মানুষগুলিকে। সেই পরিকল্পনা কখন বাস্তবায়িত হয় সেটাই এখন দেখার।

নাবালিকার বিয়ে রুখলেন প্রধানশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর: সহপাঠী আর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাপে বন্ধ হল এক নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে। মঙ্গলবার ছিল গায়ে হলুদ। আর বুধবার ছিল বিয়ে। তার আগে পাত্র পক্ষের সঙ্গে লেনদেনও সেরে ফেলেছিল পাত্রীর পরিবার। কিন্তু পাত্রী ষোলো বছরের রফিজা পাইক প্রথম থেকেই এই বিয়েতে রাজি ছিল না। কিন্তু রফিজার বাবা–মা মেয়ের কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। সবশেষে রফিজা স্কুলের কয়েকজন সহপাঠীকে দিয়ে প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির কাছে বিয়ে বন্ধ করার জন্য খবর দিতে বলে। সেই খবর পেয়ে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রফিজার বিয়ে বন্ধের উদ্যোগ নেন প্রধান শিক্ষক। কয়েকজন সহপাঠী নিয়ে মথুরাপুরের লালপুর পঞ্চায়েতের চিত্রিগঞ্জ গ্রামে রফিজার বাড়ি পৌঁছে যান প্রধান শিক্ষক। কমবয়সে বিয়ে হলে মেয়ের কি ক্ষতি হতে পারে তা বাবা–মাকে বোঝাতে সক্ষম হন প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক ও বাকি সহপাঠীদের কাছ থেকে সব শোনার পর রফিজার বিয়ে বন্ধ রাখতে রাজি হয়ে যায় বাবা–মা। রফিজা আবার স্কুলে যাবে বুধবার থেকে। এখন থেকে স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে সে। সব খরচ বহন করবে স্কুল।

দিনমজুর রউফ আলি পাইক। তাঁর ৪ মেয়ে এক ছেলে। রফিজা মেজ মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে স্থানীয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে পড়ছে। অভাবী পরিবারের মেয়ে হয়েও রফিজা পড়াশোনায় বেশ মেধাবী। নবম থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠার সময় ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল

প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে রফিজা

সে। কিন্তু অভাবের সংসারে মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবার পাত্র ঠিক করে কুলপির এক দর্জির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় রফিজার। রফিজা এদিন বলে, 'আমি প্রথম থেকে এই বিয়েতে রাজি ছিলাম না। কিন্তু বাবা–মা আমাকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। তখন কয়েকজন বন্ধুকে লুকিয়ে বিয়ের কথা জানাই। তারা গিয়ে হেডস্যারকে বলে। হেডস্যার এসে বোঝানোর পর বিয়েটা বন্ধ হয়েছে। আমি খুশি। আমি আবার স্কুলে যেতে পারব। আমি পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।' প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, 'স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নাবালিকা বিয়ের খবর পেলেই আমাকে জানাতে বলেছি। সেভাবে সোমবার রাতে রফিজার বিয়ের খবর পাই। স্কুলের কয়েকজন ছাত্রীকে নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করি। ওই ছাত্রীর পরিবার পড়াতে রাজি নয়। স্কুল হস্টেলে থেকে ওই ছাত্রীর পড়াশোনা করবে।'

খেলার ছলে মায়ের পোশাক গলায় জড়িয়ে প্রাণ হারাল ছোট্ট অঙ্কিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ১ আগস্ট, সেদিন হতে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো, দিদির কথায়ে আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো– কাজলা দিদি কবিতার মতো এবার কি এই একই প্রশ্ন করবে ডায়মন্ড হারবারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের লেনিন নগরের ছোট্ট বাসিন্দা সৈকত দলুই, তার মা টুকটুকি দলুইকে। তিন সন্তানকে নিয়ে সংসার বেঁধেছিল স্বামী বিমান দলুই ও স্ত্রী টুকটুকি দলুই।একটি বেকারি শিল্পে শ্রমিকের কাজ করত বিমান। বছর তিনেক আগে শারীরিক অসুস্থায় মারা যায় বিমান দলুই। অবশেষে এই টুকটুকি তিন সন্তানকে নিয়ে সুখের ছোট্ট স্বপ্নের সংসার গড়ে ছিল। অভাব অনটনে চলছিল সংসার। পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালাচ্ছিল বছর ত্রিশের টুকটুকি। কিছু দিন হয়েছে টেলারিংয়ের কাজ শিখছিল টুকটুকি। নতুন লেস ব্লাউজের তৈরির কাজ শিখেছে সে। আর তারই মাঝে নিয়তির খেলায়ে মায়ের নতুন ব্লাউজের লেস প্রাণ নিয়ে গেল ছোট্ট মেয়ে অঙ্কিতা দলুইয়ের। ভাইয়ের আর ডাকা হল না কাজলা

শোকার্ত পরিবার। –নিজস্ব চিত্র

দিদি অঙ্কিতাকে। ডায়মন্ড হারবারের বালিকা বিদ্যানিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা দলুই।

প্রতিদিনের মত এদিনও বাড়িতে খেলছিল অঙ্কিতা ভাই সৈকত ও ছোট্ট পিসি প্রিয়াঙ্কা প্রামাণিক। ভরদুপুরে সবাই যখন বাড়ির বাইরে ছিল ঘরে একা অঙ্কিতা মায়ের মতো সাজার চেষ্টা করছিল, গামছা দিয়ে শাড়ি পরেছিল আর আনলা থেকে মায়ের ব্লাউজ নিয়ে নিজেই খেলছিল। ঠিক সেই সময় ব্লাউজের এক প্রান্ত খাটের ছতরিতে আটকে যায় আর ব্লাউজের লেস অঙ্কিতার গলায়ে জড়িয়ে যায়।আর ঠিক সেই সময় বিছানা থেকে নামার সময় পা পিছলে গিয়েই এরূপ দুর্ঘটনা। ছোট্ট সৈকত ঘরের ভিতর গিয়ে দেখে মাকে ডেকে আনে। দেখা মাত্রই মা কান্নায় ভেঙে পড়ে। পরে প্রতিবেশীরা এসে গলার ফাঁস খুলে অঙ্কিতাকে নামিয়ে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেইখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। পরে ঘটনাস্থলে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ যায়। মৃতদেহকে ডায়মন্ডহারবার মর্গে পাঠান হয়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে। পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। শোকস্তব্ধ গোটা লেনিন নগর এলাকাবাসীর। ছোট্ট ভাই সৈকত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খেলা ঘরে কখনও কি আর খেলতে পারবে না দিদির সাথে। স্কুল থেকে ফিরে এসে দিদিকে কি ডাকতে পারবে খেলার ঘরে। কান্নার বিহ্বলে মা টুকটুকি ফিরে কি পাবে ছোট্ট মেয়ে অঙ্কিতাকে।

অতি বৃষ্টিতে ক্ষতি বলাগড়ের পেঁয়াজ চাষ

রিম্পি ঘোষ : সম্প্রতি অতি বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হুগলি জেলার বলাগড়ের বিখ্যাত বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ। পেঁয়াজ চাষে বলাগড়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। এখানে প্রথাগত সুখসাগর পেঁয়াজ চাষের পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে চাষিরা অতিরিক্ত লাভের আশায় বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষও করে আসছেন। এরকমই স্থানীয় চাষি অমিত কুমার মন্ডল প্রায় ৪ বিঘা, সুফল পাত্র প্রায় ২.১/২ বিঘা, জয়দেব পাত্র প্রায় ২ বিঘা ও মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল প্রায় ৪ বিঘা জমিতে এই বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করে থাকেন। অমিত কুমার মন্ডল জানান, বিঘাতে বীজ লাগে প্রায় ১ কেজি ২০০ গ্রাম। বীজের দাম কেজি. প্রতি প্রায় ১৫০০ টাকা হলেও গত বছর চুঁচুড়ার কে.ভি.কে. থেকে এই বীজ কেজি প্রতি প্রায় ১,০০০ টাকা দামে পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ কেজি প্রতি প্রায় ৫০০ টাকা কম লেগেছে। এই বছর অন্য জায়গা থেকে বীজ কেনায় বীজের দাম অনেক বেশি লেগেছে। তাই বীজের পেছনেই খরচা হয়েছে প্রায় ১০,০০০ টাকার বেশি। কিন্তু অতি বৃষ্টিতে পেঁয়াজ চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। অমিতবাবু জানান, তিনি ও এলাকার আরও চারজনে মিলে পেঁয়াজের রক্ষণাগার তৈরি করেছেন। প্রায় ২৪৪ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এই রক্ষণাগারগুলি তৈরি করতে প্রায় খরচ হয়েছে প্রায় দেড়লাখ টাকা মতো। পেঁয়াজের পাশাপাশি শশা, ঝিঙে, লাল শাক, পালং শাক ইত্যাদি সবজি ও আমন ধানের চাষেরও ক্ষতি হয়েছে। বলাগড়ের আরেক চাষি সুব্রত কর্মকার জানান, তিনি প্রায় ৪ বিঘা জমিতে 'প্রতীক্ষা' প্রজাতির ধান চাষ করেছেন। তা জলের তলায় চলে গেছে। মগরার ধান চাষি বিজয় ঘোষ তাঁর প্রায় ৪ বিঘা ও কাশীনাথ ঘোষ তাঁর ৫ বিঘা জমিতে বুলেট ও লাল স্বণ প্রজাতির ধান চাষ করেছেন। বিঘা প্রতি ধান চাষ করতে খরচ প্রায় ৫,০০০ টাকা। পোলবা – দাদপুরের চাষি সমরকুমার ঘোষ এই বছর প্রায় ২৫ বিঘা জমিতে 'বুলেট' প্রজাতির ধান চাষ করেন। বিজয় মন্ডল প্রায় ৮ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। অতি বৃষ্টিতে তাঁদেরও ধান চাষের খুব ক্ষতি হয়েছে। সমরবাবু জানান, এখনও তিনটি সমবায়েতে তাঁর আলুর বস্তা রয়েছে অবিক্রীত অবস্থায়। চাষিদের আশঙ্কা রোদ উঠলেই আরও সবজি সব নষ্ট হয়ে যাবে। সরকারি অনুদান কবে আসবে তার কোনও ঠিক নেই।

হুগলির ৫ ব্লকে 'গুচ্ছ' পদ্ধতিতে মাছ চাষ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০১৭ সালে হুগলি জেলার ১৮ টি ব্লকের মধ্যে আরামবাগ, ধনিয়াখালি, গোঘাট, জাঙ্গিপাড়া ও পোলবা – দাদপুর পাঁচটি ব্লকের প্রায় ৭০ হেক্টর জমিতে 'গুচ্ছ' পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সিঙ্গুর ব্লকের প্রায় ৩১ হেক্টর জলাশয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এই 'গুচ্ছ' পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু হয়। হুগলি জেলার নথিভুক্ত জলাভূমি প্রায় ১৬,২৬৪.০১ হেক্টর। এর মধ্যে মাছ চাষযোগ্য প্রায় ৯,২২৮.২২ হেক্টর। বাকি আংশিকভাবে পতিত জলাশয় প্রায় ৪৫৪৫.৭৬ হেক্টর। সম্পূর্ণ পতিত জলাশয় প্রায় ২৪৯৮.০৩ হেক্টরের মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশ মাছ চাষের উপযোগী করে প্রকল্প শুরু হয়েছে এমনটাই জেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা যায়। প্রাথমিক পর্বে এই প্রকল্পে মাছ চাষিদের উৎসাহিত করতে মৎস্য দপ্তর থেকে হেক্টর প্রতি প্রায় ৬,৫৪৯ টি পোনার চারা ও প্রায় ২৯২ কে.জি. চুন দেওয়া হয়। এর সঙ্গে থাকছে মৎস্য বিজ্ঞানীদের কারিগরি সহায়তা। উপরোক্ত এই 'গুচ্ছ' পদ্ধতিতে একই পঞ্চায়েত এলাকা কিংবা পঞ্চায়েত এলাকার নিকটবর্তী মৌজার অনেকগুলি পুকুরে একইরকমের মাছ চাষ একইসঙ্গে চাষিরা করতে পারবেন। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর বাজারে মাছের জোগান নিশ্চিত করতে এই প্রকল্প গ্রহণ।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমি বিবাদের জেরে মালিককে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা নৌশাদ মিদ্দে ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় জমির মালিক অশ্বিনী নাইয়া। অশ্বিনী বাবুকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয় তার পরিবারও। এরপর অশ্বিনীবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হলে অ্যাম্বুল্যান্স চালককে মারধর করা হয়। অশ্বিনী বাবু ও তার পরিবার বারুইপুর থানায় অভিযোগ করলে থানা কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ তারা। শেষমেষ বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরিবারের অভিযোগ বেশ অনেক দিন ধরে অশ্বিনীবাবুর জমি দখল করার চেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছিল নৌশাদ। সেদিন দখল করতে এসে বাধা পায়। অশ্বিনীবাবুর দাবি, তিনি তৃণমূলের সমর্থক। কিন্তু এই ঘটনায় কোনও নেতাকে পাশে পান নি। এদিকে নৌশাদ মিদ্দের বক্তব্য গোটা গ্রামের মানুষের যাতায়াত করার রাস্তা আটকে রেখেছে ওই পরিবার, রাস্তা দিয়ে লোকজন যাতে যেতে না পারে তাই ইট ছুড়ে মারে। এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয় নি।

দলিত হিন্দুদের উপর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সভা

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবার পাঠানখালি অঞ্চলের বটতলি গ্রাম সহ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র তপশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত দলিত হিন্দুদের উপর তৃণমূল আশ্রিত জেহাদি

মৌলবাদী দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রমণের প্রতিবাদে মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চের ডাকে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের বাসস্ট্যান্ড এক দলিত সমাবেশ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার দুপুরে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চের জেলা সভাধিপতি দীপঙ্কর নস্কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্য স্বামী দেবশ্বানন্দ মহারাজ। এই সভায় বক্তব্য শোনার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের সমাগম হয়।

স্বামী দেবশ্বানন্দ মহারাজ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন সমগ্র বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সকল হিন্দু জাতিকে সংগঠিত হতে হবে। এছাড়াও দিলীপকুমার বেহেরা যিনি জাতীয় অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন এস এস চিত্রে অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক, তিনি সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকরজির কথা উল্লেখ করে বলেন হাত পাতলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন সারা বাংলার দলিত হিন্দুদের সংগঠিত হয়ে এই দুষ্কৃতীদের যোগ্য জবাব দিতে হবে এবং প্রশাসনকে সঠিক ভূমিকা নিয়ে দলিত মা বোনেদের কে রক্ষা করতে হবে অন্যথায় জাতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গের এই ঘৃণ্য পরিস্থিতির বিষয়টি উত্থাপন করবেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও সভায় পাঁচ হাজারেরও বেশি দলিত হিন্দুদের সমাবেশ ঘটে যা চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য এই জাতীয় দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলটি সকাল ১১টায় গোসাবার বটতলি গ্রামে বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শনও করেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৫ আগস্ট – ১১ আগস্ট, ২০১৭

কং–বাম নাটকে ঘায়েল কারাট–সোনিয়া–মমতা?

একদিকে যখন পড়শী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার লালুপ্রসাদের সঙ্গে জোট ভেঙে ফের পদ্মফুলের বৃত্তে ফিরে যাচ্ছেন প্রায় একইসময় এ রাজ্যে মঞ্চস্থ হচ্ছিল এক অন্য নাটক। যাঁর কুশীলব গত বিধানসভা নির্বাচনের যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও শাসক তৃণমূল। সিপিএমও অবশ্য এই রঙ্গমঞ্চে বর্তমান ছিল। কিন্তু খানিকটা আড়ালে থেকে এই যা। আর এই নাট্যপালার জেরে আরও একবার উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পা রাখলেন কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য। ভাবা যায় সারদা থেকে নারদ অহরহ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যিনি বোমা ফাটিয়ে এসেছেন সেই বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও প্রদেশ সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল এইসময়। ভাবখানা এমন হাইকমান্ড যা বলে দিয়েছে তা শিরোধার্য করাই তাঁদের কাজ। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে 'মমতা–বন্দনা'তেও আপত্তি নেই। সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল তখন থেকেই। কবে আবার কংগ্রেস নেতারা এতটা সুবোধ বালক হয়ে উঠলেন। কার্যত এই জায়গা থেকেই একটা অন্য সমীকরণের কথাও ভেসে আসছিল রাজনৈতিক মহল থেকে। সেটা হল এবার রাজ্যসভায় দলের নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যকে পাঠানোর ব্যবস্থা নাকি সিপিএমের সঙ্গে বলে কয়েই করা হয়েছে। আর এই গেম প্ল্যানে একসঙ্গে ঘায়েল করা গিয়েছে সিপিএমের পলিটব্যুরো ও তৃণমূল সুপ্রিমোকে। কারণ বঙ্গ সিপিএম হাজারো দাবি করা সত্ত্বেও প্রকাশ কারাটের নেতৃত্বাধীন সিপিএম পলিটব্যুরো কিছুতেই রাজি হয়নি দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রস্তাবে। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি ছিল দুবার রাজ্যসভায় গিয়েছেন ইয়েচুরি, আর সেটাই 'এনাফ'। কিন্তু এর পিছনে মূলত কেরালা লবির স্বার্থ সিদ্ধি করাই যে কারাট অ্যান্ড কোম্পানির মূল কাজ তা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। এহেন কারাটকে শিক্ষা দিতেই নাকি এবার বঙ্গ কমরেডরা প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে ছক কষে বিকাশ ভট্টাচার্যের মনোনয়ন বাতিলের পথে হেঁটেছেন। কারণ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা দুঁদে আইনজীবী বিকাশবাবু নিশ্চিতভাবে এমন পদক্ষেপ করবেন না যাতে তাঁর মনোনয়নই বাতিল হয়ে যায়। এভাবেই কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের রাজ্যসভায় ফেরার রাস্তা নিশ্চিত করেছেন রাজ্যের মার্কসবাদীরা। এভাবে যেমন নিজেদের শীর্ষ নেতৃত্বকে (পড়ুন প্রকাশ কারাটকে) শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে তেমনই আবার প্রদেশ কংগ্রেস ও বঙ্গ সিপিএম মিলে নাকি ক্লিন বোল্ড করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোনিয়া–রাহুল গান্ধিকে। কারণ মমতা সোনিয়ার সঙ্গে সখ্যতা রাখতে আগ বাড়িয়ে প্রদীপকে সমর্থনের কথা জানানোয় ভোটই আর হতে হয়নি। আর একবার রাজ্যসভায় দলের প্রার্থীর প্রত্যাবর্তনের পর প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব নাকি পুরনো তৃণমূল বিরোধিতায় ফের শান দেওয়া শুরু করবে। ভেস্তে যাবে পঞ্চায়েত ও লোকসভায় কং–তৃণমূল জোটের প্রাক সম্ভাবনা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

শত্রুগণকে বীর্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এককোণে বসিয়া কাঁদিবে না, অপ্রতিকারবিষয়ক বাজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ যদি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

জুগুপ্সিতান ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ।।

নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা গৃহীর কর্তব্য নয়, কারণ তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার যাঁহারা সম্মানের যোগ্য, তাঁহাদিগকে যদি গৃহস্থ সম্মান না করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে মহা অন্যায়।

সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম।

সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ।।

একত্রবাস ও সবিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া তবে তাহাদের উপরবিশ্বাস করিবে।

গৃহস্থ যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবে না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।

কৃতং যদুপকারায় ধর্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ।।

গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন নাঃ নিজ যশ ও পৌরষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, ধর্মজ্ঞ গৃহস্থ তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র বাধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব করা উচিত নয়। ওই বিষয় তাঁহার গোপনে রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞতা নয়, যদি কেহ এরূপ না করে, তবে তাঁহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলা যাইতে পারে।

ফেসবুক বার্তা

'গৈরিকীকরণ' ইতিহাস প্রথাসিদ্ধ, চেঁচামেচি নিরর্থক

নির্মল গোস্বামী

আজকাল চারিদিকে গেল গেল রব উঠেছে। ভারতবর্ষটা উচ্ছন্নে গেল। কেন্দ্রের শাসক দল সব গৈরিকীকরণ করে ফেলল। তারা এতোদিনের ভারতীয় ঐতিহ্য সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের মতো করে ইতিহাস বদলে ফেলতে চাইছে। তারা ছাত্রদের সিলেবাস থেকে সিনেমার ছাড়পত্র দেওয়া সবেতেই সর্বত্র দাদাগিরি চালাচ্ছে। সংঘ সংস্কৃতির করা ছায়া দেখে বিরোধীরা হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে। বলছে অসহিষ্ণুতা। এই ইতিহাসকে মুছে নিজেদের মতো করে নতুন ইতিহাস তৈরির এই যে প্রচেষ্টা এটা কি বিজেপি ও সংঘ পরিবারের অভিনব প্রয়াস? সুদীর্ঘ কালের পথ পরিক্রমার যে ইতিহাস তাতে কোথাও কি এই রকম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি? শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে কী শাসকরা নিজেদের মতো করে ইতিহাসকে রচনা করেনি?

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উল্টোটাই দেখা যায়। আজ পর্যন্ত রচিত ইতিহাস সবই শাসকের মর্জি মাফিক রচিত হয়ে এসেছে— আমরা তাই সত্য বলে জেনে এসেছি। আগেকার দিনে রাজ–রাজারা, নবাব–বাদশাহরা রাজ দরবারে লেখক রাখত। তারা সেই নবাবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এমন কি দিগ্ বিজয়ের সময়ও সঙ্গে ইতিহাস লেখক থাকত। উদাহরণ আলবেরুনি এসে ছিলেন আলেকজান্ডারের সঙ্গে। ফলে তারা কতটা নিরপেক্ষ সত্য ইতিহাস লিখে গিয়েছেন তা নিয়ে সন্দেহ থাকেই। আবার সন্দেহের অবকাশ রেখে কোনও লাভ হয় না। কারণ এটাই ইতিহাস। এর বাইরের ইতিহাস আমাদের অজানা। কোথাও কোথাও অনুমান সাপেক্ষ।

ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগের দিকে দৃষ্টি ফেরালেও ওই একই জিনিস চোখে পড়ে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস কি সব সত্য তথ্য নির্ভর! শত সহস্র বিপ্লবীদের ভূমিকা কি যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সব সত্য কি জনসমক্ষে প্রকাশিত? সরকারি ইতিহাস বইয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ঘটনা সব পড়ানো হয়? নেহেরু আর গান্ধি পরিবার যতটা গুরুত্ব পায় আর অন্য কেউ কি সেই গুরুত্ব পায়? পায় না, কারণ যারা রাজত্ব করে তাদের গুণগানই স্থান পায় সরকারি ইতিহাসে। কংগ্রেসের রাজত্বে তাই ঘটেছে। তারা ইচ্ছামত ইতিহাসে কারো গুরুত্বকে খাটো করে দেখিয়েছে আবার কারো ক্ষুদ্র ভূমিকাকে বৃহৎ অবদান বর্ণনা করেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটো ধারা ছিল একটা সশস্ত্র বিপ্লব আর একটা হচ্ছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করার রাস্তা থাকে নরমপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। কংগ্রেস এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। তাই তারা ভাবে তারাই স্বাধীনতা এনেছে। কিন্তু শত শত বিপ্লবীর বীর বিক্রম যে তলে তলে ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছে তাকে অস্বীকার করে অনেকেই। কংগ্রেসের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কংগ্রেস বলে না। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার যে হয়েছিল পৃথিবীর সাতটা দেশ সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি। পূর্ণ মন্ত্রিসভা ছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের ব্যাঙ্ক ছিল। নিজস্ব নোট ছিল। সেই সরকার ভারতকে স্বাধীন করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ছাত্রদের কি ইতিহাসে এসব পড়ানো হয়। ইংরেজ দুঁদে গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে কেমন করে সুদূর জার্মানে পাড়ি দিলেন নেতাজি সেই বীর গাঁথা ছাত্রদের পড়ানো হয় না। কারণ তাহলে যে বাদবাকিদের (একটি বিশেষ পরিবার–সহ) ভূমিকা অনেক ছোট হয়ে যাবে। কতজন জানে রাশিয়া ও মস্কো শহরে নেতাজির সরকারের দূতাবাস ছিল? আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের বিপুল অর্থের কি হল? কোন দেশের খাজানায় বা কার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে তা জমা ফড়ল তার কোনও ইতিহাস নেই কেন?

আজ যারা গেল গেল রব তুলছে তাদের দলের সরকার কেন সুভাষ সম্পর্কিত নথি গোপন করেছে? কেন তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? তা কি ইতিহাস চর্চার খাতিরে সত্য যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্য? এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিকের ইতিহাস থেকে নেতাজিকে বাদই দিয়ে দিয়েছে তার জন্য তো কেউ চেঁচামেচি করছে না। কারণ সকলেই জানে যে সরকার ক্ষমতায় আসে তাদের ইচ্ছামতো তারা লাল কি সবুজ কি গেরুয়ার রঙে সব কিছুকে রাঙাতে চায়। এটাই স্বাভাবিক। মমতার রাজত্বে চারিদিকে নীল সাদা রং হবে এটাই স্বাভাবিক। তিনি নিশ্চয়ই গেরুয়া রং করবেন না কোথাও। সিঙ্গুর আন্দোলন পাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলনের জয় বলে চালানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিকাশ বা কৃষি উন্নতিতে এই আন্দোলনের কি ভূমিকা আছে? অপর দিকে শিল্প ধ্বংসের প্রচেষ্টার মাইল ফলক হিসাবে সাক্ষী থাকল চির দিন। এই কথা কি লেখা হবে?

পশ্চিমবঙ্গে বাম আন্দোলনের জোয়ারের জন্য মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিনের নাম এক কালে মুখে মুখে ফিরত। লেনিন, স্ট্যালিনের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে ঘটা করে। তারা পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি করেছে? তাদের আদর্শে গঠিত পার্টির রাজত্ব বলে তাদের প্রচার করা হচ্ছে। তখন তো কেউ প্রশ্ন তোলেনি যে বাংলার সংস্কৃতি গেল গেল বলে। যারা চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলে দেওয়াল লিখত– তাদের কেউ কি বলেছে বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে?

অথচ এই বাংলার রূপকার কে? কিভাবে ওপার বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বাংলা স্বতন্ত্র একটি ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল তার ইতিহাস শেখানো হয় না। সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কতটুকু ছিল তার লিখিত ইতিহাস সরকারি ভাবে নেই। বিধানচন্দ্রকে রূপকার বলা হয়। কিন্তু বাংলার প্রকৃত জনক শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং', নোয়াখালি দাঙ্গার বিস্তারিত ইতিহাস পড়ানো হয় না।

এটাকে অস্বীকার করা যায় না ইতিহাসের আলো সব ঘটনাকে সমানভাবে আলোকিত করে না। সেখানে শাসকের মর্জির উপর রচিত হয় ইতিহাস। একথা সব যুগে সব দেশে সত্য। তাই নালন্দা, মোঘলমারির ইতিহাসকে মাটি খুঁড়ে বের করতে হয়। ফলে আজ যারা গেরুয়াকরণ নিয়ে অযথা বাক্য ব্যয় করছে তাদের ভেবে দেখা উচিত নয় কি যে ইতিহাসে এই কি প্রথম ঘটনা ঘটতে চলেছে? কংগ্রেসের রাজত্বে কি তাদের ইশারায় অনেক কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্জন হয় নি? পশ্চিমবঙ্গে বামেরা কি মাকসীয় দর্শনের প্রচারে জান–মান ব্যয় করেনি? তা যদি করে থাকে, তাহলে বিজেপি করবে না কেন? কেন অতীত ভারতের গৌরবগাথাকে পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেবে না? কেন সরস্বতী বন্দনা, সূর্যপ্রণামকে ছাত্রদের অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করবে না। বেদ আর ভারত আলাদা নয়। তাই গীতার আলোকে বেদের আলোকে যাতে সমাজ জীবন সুস্থ সুন্দর ভাবে চলে সেই সংস্কৃতি চর্চার উপর কেন জোর দেবে না?

রাজত্ব তাদের, তাদের চিন্তা ভাবনার বাস্তব রূপ যদি না দেয় বা প্রচেষ্টা না করে তবে তারা ভণ্ড বলে বিবেচিত হবে। তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী রাজত্ব চালাবে এটা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ জনগণের কাছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেক সংঘ চিন্তানায়ক যাদের চিন্তার আলোকে বিজেপি লালিত তাদের মর্যাদা রক্ষা হবে এমন কাজ সরকার এসে যদি না করে তবে তা হবে বিজেপির আত্ম প্রবঞ্চনা। তাই গৈরিকীকরণ প্রচেষ্টা চলবে এবং আমাদের মেনে নিতে হবে– অতীতে অনেক কিছু যেমন মেনেছি ঠিক তেমনি সহনশীলতার সঙ্গে। আমাদের সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

ভাঙড়ে সূর্যবাবুদের উঁকি ঝুঁকি কিসের আশায়

প্রতিরুদ্ধ বাউল

পাওয়ার গ্রিড আন্দোলনের পর বর্তমানে ভাঙড়ের মাটি কার? আরাবুলের না রেজ্জাকের না নকশালের না সিপিএমের না কংগ্রেসের? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কারা? কি চাইছেন তারা? বিরোধিতাই বা কারা করছেন? এমন নানা প্রশ্ন এখন প্রত্যেক বাঙালির মনে। আরও যে প্রশ্নটা শোষক থেকে বিরোধী, আন্দোলনকারী থেকে সুযোগ সন্ধানী সকলের মনে ঘোরাঘুরি করছে সেটা হল এই আন্দোলনের আদৌ কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে?

আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্নগুলো জটিল মনে হলেও উত্তর কিন্তু খুব সোজা। ইদানিং যারা ভাঙড়ে গিয়েছেন বা ওই এলাকার খবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন যে এটা আসলে সেই টাকা মাটি, মাটি টাকার লড়াই। জমিদারি বা রাজা বাদশাদের আমলে নতুন কোনও বেওয়ারিশ ভূখন্ডের সন্ধান মিললে লেঠেল বাহিনীর সরাসরি সংঘর্ষে তা দখল হত। এখন এটাই হয় সংগ্রাম, লড়াই, আন্দোলনের নামে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। ভাঙড়েও তাই। কারণ অতীতের অজ্ঞাতকূলশীল নির্জন ভাঙড়ে উন্নয়নের চর জেগেছে। অজ গ্রাম ভাঙড়ে লাগছে শহরের প্রলেপ। ইতিমধ্যে পিন কোডে কলকাতার ছোঁয়া লেগেছে। এরপর খাঁকি পুলিশের উর্দি বদলে সাদা হয়ে যাবে। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অজুহাতে পুরসভার দাবি উঠবে। অর্থাৎ কমদামি ফসলের জমি হয়ে উঠছে মহামূল্যবান বস্তু। সরকারি খাতায় সে যতই খালা, নালা, শালি, পুকুর থাক না কেন সভ্যতার দৃষ্টি পড়লে সেসব মুছে দিতে কতক্ষণ। সভ্যতার বিকাশে এ এক অদ্ভুত নিয়ম। যে মাটি খাদ্য জোগায় তার দাম কম। আর যে মাটি বাস্তু হয়ে পরিবেশের দফারফা করে তার দাম বেশি। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদরা চাহিদা–যোগানের তত্ত্বে এসব সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত।

আসল লাভ হল ভাঙড়ের মাটি দখল করা। গ্রামবাসীদের এই 'লাভজনক সংগ্রাম' এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন নকশালপন্থী বলে পরিচিত কিছু বুদ্ধিজীবী। তারা নেমেছেন জমি বাঁচাও আন্দোলনে। আচ্ছা নকশালপন্থীদের অতীত কি বলে! তারা সংগ্রামের, বিপ্লবের পথে জমি দখল করতে চায়। তারা জমি বাঁচাবার আন্দোলনে কেন? নিন্দুকেরা বলছেন এও এক ভেক। কারণ ভাঙড়ের জমির দাম বাড়ার সম্ভাবনা এখন জমির প্রকৃত মালিক ও ভাগচাষিদের মধ্যে লড়াই তৈরি করেছে। মালিক চাইছেন বেশি দামে জমি বেচে দিতে আর ভাগচাষি চাইছে তার ভাগ পেতে। তাই সংগ্রাম ঘনীভূত। তাই ভাগচাষিদের পক্ষে জমি বাঁচাতে অতিবামেদের আবির্ভাব। এই জমি বাঁচানো মোটেই কৃষি জমি রক্ষার সংগ্রাম নয়। বেশি ফায়দা তোলার সংগ্রাম। ফের সেই খেলা। সার্বিক মুক্তির সংগ্রামের নামে প্রভাব বিস্তারের খেলা। এই সংগ্রামীবাবুদের হম্বিতম্বিতে ভাঙড় এখন বিপ্লবের গন্ধে ম ম করছে। তাই বিমানবাবু সূর্যবাবুরা মধুর সন্ধানে ছুটছেন। আশা ভাঙড় যদি তাদের বার্ধক্যের বারানসী হয়ে ওঠে। জমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন, বিশ্ববাংলায় আটকে যাচ্ছেন তাই, বিরোধী থাকলে নিশ্চয় লড়াকু নেত্রী মমতাও ভাঙড়ের এই অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হতে। সবারই পায়ের তলায় মাটি চাই। সে মাটি যত মহার্ঘ হবে তত লাভ। অধীরবাবুও কংগ্রেসকে কাঁধে নিয়ে ভাঙড়ে দু–তিনবার ঠোক্কর দিয়ে দেখেছেন তাঁদের দাঁড়াবার মতো জমি সেখানে আছে কিনা। এখন অবশ্য দূর থেকে দেখছেন অবস্থা কোথায় দাঁড়ায়।

ব্যতিক্রম শুধু বিজেপি। তারা হার্ডকোর শোষকের চরিত্র। ভাঙড় নিয়ে তাই তাদের মাথাব্যথা কম। তারা জানে ভাগ–বাঁটোয়ারার অঙ্কে এ লড়াই একদিন থেমে যাবে। জমি অধিগ্রহণ হবেই উন্নয়নের স্বার্থে। ভাঙড়কে শহরে পরিণত করলে তোলাবাজ, প্রোমোটার থেকে স্থানীয় মানুষ সকলের লাভ। একথা সকলেই জানে। শুধু বিপ্লবের আবহে লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নেওয়া। অবশ্য এ রাজ্যে সিপিএমের সে ফায়দা তোলার ক্ষমতা কম। এই বাজারে উচ্ছিষ্ট পেলেই বা কম কিসের!

পাঠকের কলমে

অমরনাথে হত্যাকান্ড

অমরনাথ একটা বিশ্ববিখ্যাত তীর্থস্থান। হিন্দুদের কাছে পবিত্র জায়গা, তীর্থ করতে যাচ্ছে বহুমানুষ। হঠাৎ গুলি চলল, কয়েকজন নিরপরাধ মানুষ মরল। কিন্তু কেন? তারা কি অন্যায় করেছিল? তারা তো তীর্থ করতে গিয়েছিল। ভারতের সংবিধানের তো ধর্মাচরণের অধিকার আছে। তবে কি সেটা শুধু কথার কথা? ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এটা হবে কেন? এখানে তো মুক্ত গণতন্ত্র চলে। ভারতের হকি ও ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন অহিন্দুর ছেলে হয়েছে। তবে কোথায় সমস্যা? কেন আগ্রাসবাদীরা এমনটা করছে? এটা তো পাগলামি।

সে তো অন্য কথা দেশের রাজনীতিবিদরা মোদী সরকারের সমালোচনা করছেন। মোদী সরকার কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে খুব কঠোর। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তা বলে দেয়। আসলে সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে সবাই এক হয়ে লড়তে হবে। এটাই উচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ব্যতিক্রম। তিনি ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করছেন। তিনি নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা বানাচ্ছেন। এটা খুব বাজে ব্যাপার। বলছেন সন্ত্রাবাদ নিপাত যাক। তিনি বার বার বলেছেন যে তিনি ভারতীয় সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অথচ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ (secular) কথাটির উল্লেখ আছে। তাহলে শিক্ষানীতি হওয়া উচিত ধর্ম নিরপেক্ষ। সুতরাং কোনও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান দেওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী চুপ কেন? তিনি ভয় পাচ্ছেন। ভোট কমে যাবে। তার চেয়ার উল্টে যাবে। এটাই আসল কথা।

অমিত পাঁজা, কলকাতা

বাংলার পথচিত্র

প্রকৃত বর্ষা নাকি এখনও আসেনি। এসব নিয়চাপের খেল। তার জেরেই কলকাতার জনজীবন বাঁধা পড়ছে অন্য ছবির ফ্রেমে। মেরে কেটে আধ ঘন্টা–পৌনে ঘন্টা তেড়ে বৃষ্টি হলেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে বাড়িঘর। ঝকঝকে কলকাতা ঝরঝরে হয়ে বিশ্ব বাংলার ক্ষতচিহ্ন হয়ে উঠছে। ছোট ছোট রোড, লেন, বাইলেন সেজে উঠছে শাখা নদী সমান। তার মধ্যে গর্তের গিরিখাদ। সে এক বীভৎস অভিজ্ঞতা। উপলব্ধি না করলে বিশ্বাস হওয়া কঠিন। আর তিন–চার–পাঁচ ঘন্টা পর জল নামলে চিত্রশিল্পীদের পোয়া বারো। মসৃণ পিচ করা কালো রাস্তার ক্ষত আলপনার নানা ডিজাইন। না না চিন্তা নেই দু–এক মাসে এসব ডিজাইন অবলুপ্ত হবে না। ধীরে সুস্থে পছন্দমাফিক আলপনা আঁকতে পারবেন শিল্পীরা। এই পৃথিবীর জীবকুলে আশ্চর্য প্রাণী কলকাতাবাসী। জল আছে, গর্ত আছে। কিন্তু দুর্ঘটনা নেই বললেই চলে। প্রতি মুহূর্তে সম্ভাবনা আছে কিন্তু কিছু হচ্ছে না। তাই প্রতিকারও হচ্ছে না। সুবিধা মেয়র সাহেবের। তিনি সময় পাচ্ছেন তদন্ত সংস্থার। ব্র্যাভো কলকাতা, ব্র্যাভো।

অভিজিৎ ব্যানার্জি , নিউ আলিপুর

সমস্ত বক্তব্য লেখকের নিজের, এতে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ঘটনা দুর্ঘটনা

পথ দুর্ঘটনায় মৃত তিন

বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার রানীপাথর গ্রাম থেকে চাষের জন্য চিটগা মাঠে মোটরভ্যানে যাওয়ার সময় ২৮ জুলাই সকাল সাড়ে আটটায় পাচঁড়া কটন মিলের কাছে ৬০ নং জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় উল্টে যায় মোটরভ্যানটি। সিউড়ি হাসপাতালে আনার পথে মারা যায় অরুণ দাস (৩৫) ও বিমল বাগ্দী (৫৫)। মৃতরা রানীপাথর গ্রামের ক্ষেতমজুর। আহত ৩১ জন সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের দেখতে এইদিন হাসপাতালে যান জেলাশাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। অন্যদিকে ময়ূরেশ্বর থানার সঘড়িয়া গ্রামে বাস উল্টে মারা গেল একজন। ২৪ জুলাই বহরমপুর থেকে সাঁইথিয়াগামী 'পূর্নলক্ষ্মী' বাসটি খারাপ রাস্তার জন্য উল্টে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মারা যায় সুরজ আলি নামে এক যাত্রী। বাড়ি জলঙ্গি এলাকার গ্রামে। জখম ১২জনের সাঁইথিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ২৪ জুলাই দুপুরে মহম্মদবাজারের ৬০ নং জাতীয় সড়কে পেঁয়াজ ও পাথর বোঝাই লরির সংঘর্ষে জখম হয়ে হাসপতালে চিকিৎসাধীন চারজন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তীব্র যানজট।

আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রীর

বিদ্যালয়ের বাথরুমে বিষ খেয়ে এক ছাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূম জেলার যশপুর উচ্চবিদ্যালয়ে। ২৬ জুলাই বোধগ্রামের দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী বিদ্যালয়ের বাথরুমে বিষ খাওয়ায় প্রথমে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পরে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপতালে ভরতি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বেগমপুরে গৃহবধূর মৃত্যু,

সম্প্রতি এক গৃহবধূর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো চন্ডীতলা থানার বেগমপুরের হাটতলা বারুণীঘাটা অঞ্চলে। মৃতার নাম পূজা রুইদাস। বয়স ২২ বছর। পূজার বাপের বাড়ি সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৪ বছর আগে পূজা বাড়ির অমতে গিয়ে পাশের এলাকার একটি ছেলে কৈলাশ রুইদাসের সাথে ভালোবেসে বিয়ে করে। তাদের একটা তিন বছরের ছেলেও আছে। গত কয়েকদিন ধরেই পূজার স্বামী কৈলাশ রুইদাস, শাশুড়ি জয়া রুইদাস, দেওর আলো রুইদাস ও জা রীনা রুইদাস মিলে তার ওপর মারধর সহ নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে।

গত ২৫ জুলাই পুজাকে তার স্বামী ও শাশুড়ি মিলে প্রচন্ড মারধোর করার পর সে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরের দিন ২৬ জুলাই সকাল ১০.৩০ মিনিটে বারুণীঘাটার সরস্বতী নদীতে মজা খালে পানাপুকুরে পূজার দেহ ভাসতে দেখা যায়। এই ঘটনা ঘটার আগেই তার স্বামী কৈলাশ পূজার বাপের বাড়ি ও পিসির বাড়িতে গিয়ে তাকে মারার হুমকি দিয়ে আসে। বাপের বাড়ি চন্ডীতলা থানায় পূজার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ পুজার স্বামী কৈলাশকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃত ব্যবসায়ী

এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালনায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম অভিজিৎ ধারা। বেশ কিছু দিন ধরে টাকা পয়সা নিয়ে গোলমাল চলছিল অভিজিৎবাবুর সঙ্গে অপর এক ব্যবসায়ীর। অভিজিৎবাবু তার এক সন্তানকে নিয়ে শনিবার বাড়ি ফিরছিলেন। আর সেই সময় অপর ব্যবসায়ী অভিজিৎ ধারাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। গুলিটি অবশ্য অভিজিৎ বাবুর গায়ে না লেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় এ যাত্রায় বেঁচে যান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ধৃত ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন বলে জানা যায়। এই ঘটনায় এলাকাবাসীদের প্রশ্ন ব্যবসায়ীর যদি এই মনোভাব হয় তাহলে অপরাধ কোন পর্যায় পৌঁছাবে।

বিক্ষোভ হাবরা হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

অরবিন্দ বাবুর দাবি মেয়াদ শেষের আগেই তার টেন্ডার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রোগীদের থেকে বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে পরিকল্পনামাফিক। এই মর্মে আদালতে মামলাও করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। অভিযোগ ও পালটা অভিযোগে নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ গরিব রোগীরা। কবে অচলাবস্থা কাটবে বলতে পারছেন না কেউই।

জীবন যন্ত্রণা

ডেঙ্গু–ডায়েরিয়ার দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির পর বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দাপট বাড়ছে ডেঙ্গু ও ডায়েরিয়ার মতো রোগের। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ জেলাবাসীর মধ্যে। দুবরাজপুরের ইসলামপুরের কবিতা খাতুন ও রাজেশ মোল্লা, সদাইপুরের যুবক শেখ কাজু, মুরারই বাজার এলাকার রজনীশ পিপিড়া, রাজগঞ্জ গ্রামের এক গৃহবধূ, মুরারইয়ের শেখ সাকুউদ্দিনমান ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল বিন বলেন, 'বিএমওএইচ–কে জানিয়েছি। ব্লিচিং পাউডার দিতে বলেছি। এ বর্ষার সময় শ্রমিক পাওয়া যায় না। আমাদের দিক থেকে কোনো ক্রুটি রাখছি না।' মুরারই–১ তৃণমূল ব্লক সভাপতি অসিতকুমার দাস বলেন, 'বিএমওএইচ এবং সিএমওএইচ কে জানিয়েছি। বিধায়ক, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসবো।' ২০১৬ সালে বীরভূম জেলায় ৫০০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে ব্লিচিং পাউডার, ডিডিটি স্প্রে করা হয় নি দীর্ঘদিন অভিযোগ জেলাবাসীর। খয়রাশোল ব্লকের কৈথি গ্রামের ৩০ – ৪০ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নাকড়াকোন্দা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। বমি, পায়খানা, পেটে যন্ত্রণা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি। গ্রামে পৌঁছেছে মেডিক্যাল টিম।

এর মধ্যেই পানীয় জল সমস্যায় ভুগছে ময়ূরেশ্বর–২ ব্লকের কোটাসুরের বাসিন্দারা। বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য জীবন মন্ডল, সদানন্দ মন্ডলরা জানান, আগে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ময়ূরেশ্বর জলট্যাঙ্কি থেকে কোটাসুরের বাসিন্দাদের বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল আসত। কিন্তু রাস্তা করার সময় পাইপ লাইন কেটে যায়। তারপর থেকে বন্ধ হয়ে যায় জল সরবরাহ। কেটে গিয়েছে অনেকদিন কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ময়ূরেশ্বর–২ ব্লকের বিডিও অমিতকুমার গায়েন বলেন, 'আমাদের নজরে আছে। ইঞ্জিনিয়াররা কথা বলেছেন।'

ডেঙ্গুর লার্ভা মেলায় উদ্বিগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যাপিড অ্যাকশন দলের লোকেদের নিয়ে ডেঙ্গুর লার্ভা মারার অভিযানে নেমে ছিলেন হাওড়া দলের পুর নিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ ভাস্কর ভট্টাচার্য। আর এই মশার লার্ভা খুঁজতে গিয়েই হাতেনাতে ফল মিললো তাদের। হাওড়া শিবপুরের আইআইইএসটি ক্যাম্পাসে পেলেন ডেঙ্গুমশার লার্ভা। এই নিয়ে শুরু হয়েছে আতঙ্ক শিবপুরের এই ক্যাম্পাসের কর্মীদের মধ্যে। জোর কদমে এখন শুরু হয়েছে মশা মারার অভিযান। এই বিষয়ে মেয়ের পরিষদ ভাস্কর বাবু বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয়ে ক্যাম্পাসের কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হবে। কিন্তু এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে কিন্তু প্রশ্ন হোল এই ডেঙ্গুর লার্ভা এল কিভাবে তা জানা নেই কারোরই। শহরের অন্য কোনও জায়গায় এই লার্ভার হদিশ আছে কিনা তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন হাওড়া পুরনিগমের কর্মীরা।

রাস্তা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার অন্তর্গত সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের হাউড়ি দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের সন্নিকটে বজবজ–২ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর থেকে মূল নোদাখালি বিশালাক্ষীতলা রোডে ওঠার প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় পুকুর আছে। এই পথে নিত্য যাত্রী ও স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা

যাতায়াত করে। হাউড়ি অধিকারী পাড়ার মানুষরা জানালেন অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার প্রয়োজন।

এই রাস্তা দিয়ে হাউড়ি ধনচেবেড়িয়া, কামরা, রানিয়া অঞ্চলের ছাত্র–ছাত্রীরা যাতায়াত করে। অনেকে নোদাখালি চৌরাস্তা ঘুরে বর্তমানে বিদ্যালয়ে আসছে।

প্রসঙ্গত ২০০৫ সালে বিধায়ক সোনালী গুহর কোটায় হাউড়ি দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫–১৬ সালে বিধায়ক কোটায় পুনরায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে বিএলএলআরও দফতর পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা হয়। পরবর্তী রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে আছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ওই রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে শীঘ্রই উদ্যোগ নেব।

অঢেল ইলিশ, দাম কমবে রাজ্যের বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: অবশেষে মস্যজীবীদের মুখে স্বস্তির হাসি। মস্যজীবীদের জাল ভরে উঠছে জলের রূপালি ফসল। দেড় মাসের খরা কাটিয়ে ইলিশের প্লাবন শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনে সমুদ্রে ধরা প।ছে ২৫০ টনের বেশি ইলিশ। আবহাওয়া অনুকুল থাকায় আগামী কয়েকদিনে হাজার টন ইলিশ মিলবে বলে আশা মস্যজীবীদের। ডায়মন্ডহারবারের নগেন্দ্রবাজারের আড়তে ইলিশের পাইকারি দাম ৪০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আগামী সপ্তাহে দাম আরও কমবে বলে আশা মস্যজীবী ও পাইকারদের। ইলিশের জোগান বাড়ায় দামও মধ্যবিত্তের নাগালে চলে আসবে। নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ ঘাটে এখন ইলিশভর্তি ট্রলারের সারি ভিড় জমিয়েছে।

জুন মাসে বর্ষার ঘাটতি থাকায় ট্রলার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েও শূন্য হাতে ফিরতে হয়। প্রচুর লোকসানের মুখে পড়তে হয় মস্যজীবীদের। জুলাইয়ে বর্ষা নামলেও নিম্নচাপের জেরে ফের সমুদ্রে যেতে বাধা পায় মস্যজীবীরা। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে আবহাওয়া অনুকুল হওয়ার পর কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, সীতারামপুর, সাগর, রায়দিঘি, রামগঙ্গা থেকে প্রায় ২ হাজারের বেশি ট্রলার সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ভারী বর্ষার কারণে সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ কমতে থাকে। মিষ্টি জল ঢুকতে থাকে সমুদ্রে। ফলে ইলিশের ঝাঁক সমুদ্র থেকে নদী মোহনার দিকে আসতে থাকে। জলের রঙেরও পরিবর্তন হয়। কয়েকদিন ধরে মস্যজীবীরা সাগরে জাল পেতে প্রচুর ইলিশ পায়। অনেক ট্রলার আবার ইলিশের চাপে জাল কেটে ফেলে দেয় সমুদ্রে। প্রত্যাশিত ইলিশ পেয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ট্রলার ঘাটে ফিরে আসে।

সুন্দরবন সামুদ্রিক মস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সতীনাথ পাত্র বলেন, মরসুম শুরুর দেড় মাস পর প্রত্যাশিত ইলিশ মিলল সাগরে। বার বার লোকসানের মুখে পড়তে থাকা মস্যজীবীরা এবার অনেকটা স্বস্তিতে। যে পরিমাণ ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আগামী কয়েকদিন দাম অনেকটা কমবে। বাঙালিরা অন্য মাছের দামে ইলিশ খেতে পারবে।'

এদিন নামখানা ফিশ ল্যান্ডিং ঘাটে গিয়ে দেখা গেল সারি দিয়ে ইলিশভর্তি ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে। সেই ট্রলার থেকে শ্রমিকরা ক্যারেটভর্তি ইলিশ ট্রাকে নামাচ্ছেন। এই ইলিশ পাইকারির জন্য নগেন্দ্রবাজারের আড়তে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে পাইকারদের হাত ঘুরে রাজ্যের বাজারে চলে আসবে। ট্রলারের মাঝি জীবন দাস বলেন, ইলিশের ঝাঁকের দেখা মিলেছে সমুদ্রে। জাল ভরে উঠছে ইলিশ। অনেকদিন পর মাছ পাওয়া যাওয়ায় আমরাও খুশি। কারণ আমারাও বেশি টাকা ভাগ পাব ট্রলার মালিকের থেকে। তবে আগামী এক মাস ধরে ইলিশ মিলবে বলে মনে হয়।'

ছবি এঁকে বাজিমাত সাগরের ধ্রুবজ্যোতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : স্কুল শিক্ষকের ভাবনায় ছবি এঁকে বাজিমাত করল এক খুদে পড়ুয়া। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও পরিবেশ মন্ত্রকের আয়োজিত ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় হয়েছে সাগরদ্বীপের চৌরঙ্গি–রুদ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ধ্রুবজ্যোতি নস্কর। গত ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ধ্রুবজ্যোতির হাতে পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে উত্তর প্রদেশের এক স্কুল পড়ুয়া। তবে ধ্রুবজ্যোতি যে এই পুরস্কার পাবে ভাবতেও পারেননি স্কুলের ভারতপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল সহ পরিবারের লোকজনেরা। ফলে তারাও ভীষণ উৎসাহিত।

ছবি আঁকার বিষয় ছিল 'পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার'। কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও পরিবেশ মন্ত্রকের উদ্যোগে বয়স ভিত্তিক তিনটি বিভাগে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হয়। চতুর্থ শ্রেণি বিভাগের প্রতিযোগী ছিল ক্যানিং–এর দাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতি। বাবা বিলাস নস্কর সাগরদ্বীপের একটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। কর্মসূত্রে সাগরদ্বীপের চৌরঙ্গিতে ভাড়া বাড়িতে থাকে নস্কর পরিবার। চৌরঙ্গি–রুদ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতে খড়ি ধ্রুবজ্যোতির। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাপসবাবুর হাত ধরে ছবি আঁকাতেও হাতে খড়ি তার। ছোট থেকে সুন্দরবন এলাকায় বেড়ে ওঠা তাই ধ্রুবজ্যোতির পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি ধারণা তাপসবাবুর। বর্তমানে সমাজে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের প্রয়োগের উপর জোর দেওয়ার ভাবনাটা ছিল তাপসবাবুরই। স্যারের ভাবনা নিয়েই প্রতিযোগিতার ছবি এঁকেছিল ছোট্ট ধ্রুবজ্যোতি। রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয় ধ্রুবজ্যোতি। এরপর রাজ্যের সফল প্রতিযোগীদের ছবি

কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও পরিবেশ মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে ডাক যোগে ধ্রুবজ্যোতির পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছিল স্কুলকে। সেই মতো ধ্রুবজ্যোতিকে নিয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রওনা দিয়েছিলেন দিল্লিতে। তাদের যাতায়াত ও থাকার সমস্ত খরচ বহন করেছে পরিবেশ ও বিজ্ঞান মন্ত্রক। এদিন ফোনে তাপসবাবু বলেন, 'প্রতিযোগিতায় আমি সামান্য ভাবনার কথা জানিয়েছিলাম। আর সেই ভাবনা থেকে ছবি এঁকে ধ্রুবজ্যোতি বাজিমাত করবে ভাবতেই পারিনি।' পুরস্কার হাতে পাওয়ার পর শনিবার রাতেই বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে গুরু শিষ্য।

জনসচেতনতা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: বিজেপির বিরুদ্ধে আগামী দিনে কোমর বেঁধে নামতে চলেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাই বিজেপিকে একচুল জমি ছাড়তে নারাজ তারা। এই মর্মে গত রবিবার বারাসত রবীন্দ্রভবনে এক কর্মিসভার আয়োজন করা

হয়। ওই কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার নানা বিধায়ক, ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের নানা নেতৃবৃন্দ। জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, ''বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মোকাবিলার জন্য 'জনসংযোগ কমিটি' তৈরি করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং গ্রামে প্রতিটি বুথ এলাকার মধ্যে বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে এই জনসংযোগ কমিটি তৈরি করা হবে। প্রসঙ্গত ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক গান্ধিজি দিয়েছিলেন এই আগস্ট মাসেই। ঐতিহাসিক সেই ৯ আগস্ট থেকে জনসংযোগ কমিটির সদস্যরা মাঠে নামবেন। রাজ্য স্তর থেকে যথাসময়ে সেই নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হবে বলে সভাপতি জানান। তিনি আরও বলেন ''বিজেপি সমর্থকরা একটি লাঠি দেখালে তাদের দুটি লাঠি দিয়ে জবাব দিতে হবে।'' উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট, বাদুড়িয়া, দেগঙ্গায় কিছুদিন আগে চলেছিল এক অনাকাঙ্খিত অস্থিরতা। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে সেখানে রাজনৈতিক সভাসমিতি করার নিষেধ ছিল জেলা নেতাদের কাছে। স্বভাবতই তাই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা নেতাদের কাছে বেশ খানিকটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। দলীয় সূত্রের খবর তৃণমূল নেতৃত্ব চাইছেন উত্তর ২৪ পরগনার বিজেপি কোনভাবেই যাতে একটিও গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে না পারে। এদিন কর্মিসভার অনুষ্ঠানে বেশ কিছু পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, অঞ্চল সভাপতি উপস্থিত ছিলেন না। তাদের উদ্দেশ্যে সভাপতির কড়া হুঁশিয়ারি ''শারীরিক অসুস্থতার জন্য দলীয় সভায় অনুপস্থিত হলেও দলকে জানানো তাদের শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে। ভবিষ্যতে দলে তা বিশ্লেষিত হবে।'' উপদলীয় ভাবধারা ভুলে সকল নেতা কর্মীদের একসাথে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ আগস্ট ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক উদ্যোগে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য বজবজ–১ ও ২ ব্লকে ত্রিপল বিতরণ করা হয়। বজবজ–১ ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষদের ত্রিপল বিতরণ করা হয় বিবিআইটি সংলগ্ন মাঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য।

বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ১১টি পঞ্চায়েত এলাকার ত্রিপল বিতরণ অনুষ্ঠানটি হয় বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য

কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, স্বপন হাতি, তাপস চক্রবর্তী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বজবজ–২ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গ দুটি অনুষ্ঠানেই সাংসদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ধুঁকছে মডেল স্টেশন

প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ক্যানিং স্টেশনের গুরুত্ব বুঝে একাধিক প্রকল্প পরিকল্পনা করেছিলেন। তার মধ্যে শুধুমাত্র রিজার্ভেশন ১২ কামরা বিশিষ্ট ট্রেন স্টেশনে ঢুকলে দুটি মাত্র কামরা শেডের সুবিধা পায়। বাকি কামরায় যাত্রীদের খোলা আকাশের নীচেই নামতেই হয়। নিত্যযাত্রী তারক দাস, দিলীপ নস্কর, হরিসাধন মহান্তি, সুনীল শিকারী, অনুপম বেরা এক সুরে জানান ক্যানিং স্টেশনের অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। রেলের চরম অবহেলায় যাত্রীরা নুন্যতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কবে ফিরবে ক্যানিং স্টেশনের হাল? এমনই জিজ্ঞাসা প্রতিটি নিত্যযাত্রীর।

সাধারণ যাত্রীদের অভিযোগ—ক্যানিং স্টেশনে রেলের কোনও আধিকারিক যদি আসেন তাহলে শৌচালয় থেকে শুরু করে সমস্ত স্থান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ব্লিচিং ছড়ানো হয়। চলে গেলে ক্যানিং পড়ে থাকে ক্যানিংয়েই।

এ ব্যাপারে পূর্ব রেলের এক কর্তা জানান, ''ক্যানিং স্টেশনের খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।''

চোলাই : পুলিশকে ভর্ৎসনা স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বিষ মদ নিয়ে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের উদ্যোগে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতার উদ্দেশ্যে আমতলা রোডে টংতলায় কর্মশ্রী ভবনে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়, বারুইপুর জেলার পুলিশ এস পি অরিজিৎ সিনহা, বারুইপুর এস, ডি, ও শ্যামা পারভিন এছাড়া আবগারি দপ্তরের ডি, ই, সি এবং সোনারপুর, কুলতলি ও বারুইপুরের বিডিও উপস্থিত ছিলেন। বিমানবাবু বলেন বারুইপুর জেলায় এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যন্ত জায়গায় চোলাই ও বিষ মদ বিক্রি হচ্ছে। আমি জনপ্রতিনিধিদের বলবো তারা সঙ্গে সঙ্গে খবর যেন দেয় স্থানীয় থানায়। আবগারি আইনে আছে কোনো সরকারি আধিকারিক যদি খবর জানতে পারে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে বাধ্য। বাড়ির আশেপাশেও একই নিয়ম। এই খবর দেওয়ার জন্য হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করুন সব যায়গায় খবর পৌছে যাবে। এই সব খবরাখবর আই সি ওসি দের শেয়ার করুন। এই ব্যাপারে মহিলারা অনেক বেশি সচেতন। এরপর তিনি এক হাত নিলেন থানা ও জিআরপিকে। তারা সব কিছু জানে। কোথায় কোথায় চোলাইয়ের কারবার চলছে সব কিছু জেনে চুপ করে থাকে। কিছু ঘটনা ঘটলে জিআরপি বলে ওটা থানার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে আর থানার বক্তব্য ওটা জি আর পির মধ্যে পড়ে। এই বচসা নিয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকে। তাহলে কি থানাগুলোই চোলাইয়ের ঠেক বসিয়ে পয়সা রোজগার করছে? আবগারি আধিকারিক বলেন সংগ্রামপুর বিষমদ কান্ডে ১৭৫ জন মারা গিয়েছিল ও সম্প্রতি ঘোলাবাজারে বেশ কিছু মানুষ বিষ মদ কান্ডে প্রাণ হারালো। ১১টি ব্লক বারুইপুর আবগারি দপ্তরের আওতায় আছে। এদের মধ্যে দুর্ঘটনার স্থল হোল জয়নগর, কুলতলি, সংগ্রামপুর,ও ঘোলা বাজার।এই বিষ মদ তৈরি হয় অবৈধ স্পিরিট দিয়ে। এছাড়া অধিকারিক জানান আসল বোতলকে নকল ছিপি লেবেল দিয়ে বোতলে ঢালা হচ্ছে নকল বিষ মদ। বুঝবার উপায় নেই। মানুষকে সচেতন করার জন্য এই অনুষ্ঠান।

কন্যাশ্রী দিবস পালন রাজপুর–সোনারপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কন্যাশ্রী প্রকল্প দিবস পালন হল রাজপুর পুরসভার উদ্যোগে গড়িয়ায় মহামায়াতলায় জয়হিন্দ ভবনে। মেয়র ও মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন আমরা কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু করেছি ২০১৩ সালে। এ রাজ্যে ৪০ লক্ষ সাইকেল দিয়েছি। পরবর্তীকালে২০১৪ সালে কেন্দ্র একটি প্রকল্প শুরু করে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় যে বিশ্বসেরা কন্যাশ্রী প্রকল্পের সম্মান নিয়ে এসেছে পশ্চিমবাংলায় এটা আমাদের গর্ব। মমতা আজ যা ভাববে কাল ভাববে মোদী।

সাধারণ মানুষের গলা কাটতে চাই না: দুলাল দাস

দীপক ঘোষ : ২০১২ সালে মহেশতলা পুরসভার ২০০ শয্যার আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর করা হয়েছিল। হাসপাতাল নির্মাণ–এর কাজ প্রায় শেষ পথে। আগামী জানুয়ারি মাসে এই হাসপাতাল থেকে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাবে। এই উপলক্ষে ২ আগস্ট নবনির্মিত হাসপাতাল চত্বরে সর্বধর্ম প্রার্থনার মাধ্যমে গৃহপূজার আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তহবিল থেকে ৫২,৪২,৭৮৩ টাকা বিধায়ক কস্তুরী দাস ৪৯,৫০,০০০ টাকা প্রাক্তন বিধায়ক মমতাজ বেগম ১৫,০০,০০০ টাকা ও প্রাক্তন সাংসদ সোমেন মিত্র ১,৩৫,০০,০০০ টাকা এই হাসপাতালে দান করেছেন।

পুরসভার চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্যে বলেন আগামী জানুয়ারি মাস থেকে মানুষ পরিষেবা পাবে, বজবজ, মহেশতলা, পূজালি বিষ্ণুপুর সহ এতদঅঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন ''আমি সাধারণ মানুষের গলা কাটতে চাই না'' গরিব মানুষ কম খরচে ভাল পরিষেবা এখান থেকে পাবে, সেই জন্য এই হাসপাতাল, তার পরিষেবা এখান থেকে হবে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান দুলাল দাস, ভাইস চেয়ারম্যান আবুতালেব মোল্লা, কস্তুরী দাস, মমতাজ বেগম, ফুলু দে, গৌতম দাশগুপ্ত, রীতা পাল, রত্না চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী সুভদ্রা মুখোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও কাউন্সিলর সহ অনেকে।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০১৭ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালির বিবেক নিকেতনে সকাল ১০টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকালে স্বাধীনতা দিবস পালনের পর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিপুর — প্রণব গুহ
৩০.০৭.২০১৭ — সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। আগামী ৩ বছরের কার্য্যকরী কমিটি গঠন।
৫। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৬। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৭। বিবিধ।

অমৃত পান–ই ভবিষ্যতের বহু মারণ রোগ সারিয়ে তুলতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৫–১৬–তে প্রকাশিত জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার চতুর্থ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিশুর জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে স্তন্যপানের হার দেশজুড়ে অনেক কম। অবশ্য, জাতীয় হারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বেশ ভাল। এই পরিস্থিতিতে সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয় হল, এমন এক সহায়ক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা মা ও তার পরিবারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সচেতনতা বাড়াবে। ১ আগস্ট ২০১৭ কলকাতায় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহের ২৫ বছর পূর্তিতে, আয়োজিত এক সভায় একথা বলেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদের ডেপুটি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার এন এন তিওয়ারি। তিনি তাঁর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন যে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায় চলে গিয়েছে তাই মানুষকে সচেতন করতে এহেন সপ্তাহ আরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হচ্ছে যা খুবই দুঃখের। মানুষের ভবিষ্যতের যত রোগ আছে যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ শিশুদেরও মধ্যে বেড়ে চলেছে তার একমাত্র কারণই হল স্তন্যপানে ঠিকভাবে গুরুত্ব না দেওয়া। বিভিন্ন শিশু মৃত্যুর খবর জন্মানোর কিছু মাস পরেই পাওয়া যায় ফুসফুসে ইনফেকশন হয়েই হোক বা হৃদরোগের কারণে তথ্য বলছে ভারতে বছরে ১৩ শতাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার শিশু মৃত্যু হয় এইসব রোগের কারণে। সারা বিশ্বে এর সংখ্যা ৮ লক্ষ ২০ হাজার। ফুসফুসের সংক্রমণজনিত রোগে ভোগে ৩৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৬০টি শিশু যা একমাত্র কারণই হল স্তন্যপান ছেড়ে অন্যান্য প্যাকেজ খাবারের ফল। এই প্যাকেজ খাবার তৈরি করলে প্রকৃতির ওপরেও নানান সমস্যা হচ্ছে বলে তিনি বলেন যেমন, ১১ লক্ষ ১ হাজার ২২৬ টন 'গ্রিন হাউস গ্যাস' প্রকৃতিকে দুষিত করছে। এছাড়াও তিনি বলেন, স্তন্যপানে মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকেও মুক্তি দিতে পারে।

সভায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ অসীম দাস মালাকার বলেন, জেলার ৮০ শতাংশের বেশি হাসপাতালে ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে নবজাতকের জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে স্তন্যপান করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই জেলায় প্রায় ৯০ শতাংশ ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি অর্থাৎ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ডেলিভারিতে আনা গিয়েছে যা সাহায্য করছে এইসব দিকে নজর রাখতে। তবে বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে সেভাবে খেয়াল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য প্রয়োজন আরও সচেতনতা।

নবজাতকের প্রতি মায়ের স্নেহ ও অনুভূতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিওয়ারি আরও জানান, স্তন্যপান বাড়ানোর ব্যাপারে সচেতনতার জন্য ২০১৬–র অগাস্টে জাতীয় স্তরে একটি কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল স্তন্যপানের বিষয়ে সচেতনতার জন্য ব্যক্তি বিশেষ ও সংগঠনগুলিকে সামিল করে স্থানীয় ভাবে জোট গড়ে তোলা। তিনি আরও বলেন ৬–৮ মাস বয়সী কেবল ৮.৭ শতাংশ শিশুই পর্যাপ্ত খাবার পায়। তাই সামাজিক স্তরে স্তন্যপানের প্রতি সমর্থন খুবই জরুরি।

আইসিডিএস–এর যুগ্ম অধিকর্তা নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, স্তন্যপানকে গন–আন্দোলনের রূপ দিতে হবে এবং নবজাতকদের স্তন্যপানের পরিবর্তে পরিপূরক খাবার না দেওয়ার ব্যাপারে মায়েদের উৎসাহিত করতে হবে। এবারের বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহের মূল ভাবনা স্তন্যপান করানোর অভ্যাস সকলে মিলে বজায় রাখা। নবজাতকদের স্তন্যপানের গুরুত্বের বিষয়টিই মূল ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন এক্ষেত্রে সব সরকারেরই সাহায্য দরকার। যেমন সরকার পালস পোলিও টীকাকরণ বা স্বচ্ছ ভারতের মতো প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন সরকারের তরফ থেকে। পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিপিএনআই–এর সদস্য পার্বতী সেনগুপ্ত বলেন, আইএমএস (ইনফ্যান্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট) আইন রয়েছে কিন্তু তার প্রয়োগ করা হচ্ছে না। এই আইনটি কি? ১৯৯৮ সালে এই আইন পাশ করানো হয়। এবং ২০০৩ সালে তা সংসদে গৃহিত হয়। এই আইনে বলছে কোনও ব্যক্তিগত সংস্থা অর্থাৎ চাইল্ড ফুড প্রস্তুতকারী সংস্থা কোনও ডাক্তার বা নার্স বা মায়েদের নিয়ে কোনও সম্মেলন করা যাবে না। কিন্তু তা হামেসাই হচ্ছে বলে ক্ষোভ উগরে দেন পার্বতী দেবী। তিনি আরও বলেন, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এমন এক পরম্পরা আছে যা অন্য কোনও রাজ্যে নেই। সেটি হল ৬ মাস বাদে মুখে ভাতের কারণ এই সময়ের পরে বাচ্চাদের গলা ভাত, গলা খিচুড়ি খাওড়ানো খুবই প্রয়োজন যা শিশুর স্বাস্থ্য গঠন করবে। তিনি বলেন, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে শুধু সমাজের পিছিয়ে পড়া বা ব্রাত্যদের নয়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমাজে সকল মায়েদের বোঝাতে হবে এর উপকারিতা। পরিবারকেও সামিল করতে হবে এর মধ্যে। এবং ডাক্তারদেরকেও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কর্তব্য পালন করতে হবে কারণ নতুন মায়েরা ডাক্তারদেরকেই বেশি বিশ্বাস করেন। ডাক্তারেরা যেন তাদেরকে ভুল পথে চালিত না করেন।

সচেতনতাই পারে স্তন্যপানকে মায়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। যা শিশুদের কাছে অমৃত। তাদের স্বাস্থ্য গঠন করাটাই লক্ষ। কারণ এরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যত। আশা রাখবো সকলের শুভবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হবে।

ছবি : উৎপল রায়

কোন কোন রোগ থেকে মুক্তি দেয়

- ডায়েরিয়া রোধ করে ৫০ শতাংশ
- শ্বাস–প্রশ্বাসের সংক্রমণ এক–তৃতীয়াংশ রোধ করে
- স্থূলতা কমায় ২৬ শতাংশ
- এইচ আই ভি/এইড–এর মতো রোগ
- ম্যালেরিয়া রোধ করে

মায়েদের ক্ষেত্রে

- ব্রেস্ট ক্যান্সার রোধ করে

এছাড়াও

- নবজাতকের বুদ্ধির বিকাশেও বড় ভূমিকা রয়েছে
- শিশুর পুষ্টি বৃদ্ধি করে
- শিশুর পড়াশোনায় অগ্রগতি

এন এফ এইচ এফ–৪ (২০১৫–১৬) কিছু তথ্য

- জন্মানোর ১ ঘন্টার মধ্যে মাতৃদুগ্ধ পানের হার ৪১.৬%
- হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে জন্মানোর হার ৭৪.৯ %
- ৬ মাসের মধ্যে মাতৃদুগ্ধ পান না করানোর হার ৫৫ %
- ৬–৮ মাসের শিশু শক্ত এবং অর্ধশক্ত এবং স্তন্যপান করানোর হার এন এফ এইচ এফ–৩ (২০০৫–০৬) ছিল ৫২.৬ শতাংশ কিন্তু (২০১৫–১৬) হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪২.৭ শতাংশ
- ৬–২৩ মাসের শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে পর্যাপ্ত খাওয়া হার ৮.৬ শতাংশ যা বেশ কম।

চারু মার্কেট হেলথ ওয়েলফেয়ার নামে এক সংস্থা ২৭ জুলাই প্রেস ক্লাবের সংলগ্ন এলাকায় এক পদযাত্রার প্রচারের জন্য উপস্থিত হন। পদযাত্রাটি হবে ১৩ আগস্ট অঙ্গদান দিবসের দিন। এই সংস্থা বহুদিন ধরে এইচ আই ভি এবং এইডস নিয়ে কাজ করে চলেছে। এবার তারা এরই সঙ্গে শুরু করল অঙ্গদানে মানুষকে সচেতন করার জন্য। অঙ্গদানের উপকারিতা হিসাবে তারা পরিবারের লোকজনদের বোঝাবেন এবং সরকারের কাছেও আবেদন করবেন বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের একটি জায়গার জন্য। একথাই জানালেন সংস্থার সদস্যরা।

বিশ্ব মাথা এবং গলা ক্যান্সার দিবসের প্রাক্কালে হাওড়ার নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে তৈরি করা হল একটি দল। যার মধ্যে রয়েছে প্রবীণ অঙ্কলজিস্ট এবং ক্যান্সার মুক্ত লোকজনেরা। এদের কাজ হবে এইসব ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষজনকে শক্তি জোগানো। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণা হেলথের রিজিওনাল ডিরেক্টর আর ভেঙ্কটেশ এবং এই হাসপাতালের মাথায় এবং গলার শল্য চিকিৎসক ডাঃ সৌরভ দত্ত ও আরও অনেকে। এদের এই অভিনব প্রচেষ্টা ক্যান্সারে আক্রান্তদের শক্তি জোগাবে লড়বার।

ক্যান্সার রোগের সর্বশেষ চিকিৎসা হলো অপারেশন। যা শরীর থেকে সেই জায়গা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া। সেক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজন হয় বেশি। কারণ এজন্য বেশি রক্তপাত অবধারিত। আর রক্ত দিলে আরও বিভিন্ন রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে তাদের শরীরে। তাই রক্তপাত ছাড়া অপারেশনের ব্যবস্থা নিতে চলেছে মেডিকা হাসপাতাল। সেই নিয়েই একটি আলোচনায় সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত গ্যাসট্রো ইনটেস্টিন্যাল সার্জেন ডাঃ শুদ্ধসত্ত্ব সেন।

মহানগরে

কনকপ্রভা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সেন্টারের উদ্যোগে সামাজিক ঋণ শোধ করতে ২৯ জুলাই বিকেলে হরিশ মুখার্জি রোডে মল্লিক গেস্ট হাউসের তলায় ২০তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে এই মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সেন্টারের সূচনা করেন সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায় এদিন তিনিও উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্বামী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ অন্যান্যরা। অসংখ্য মানুষ রক্ত দেয়।

রান্নার গ্যাসে নয়া ঝকমারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ আগস্ট থেকে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার প্রতি রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে হয়েছে ৪৮২.৫৮ টাকা। সেই তুলনায় ভর্তুকিবিহীন অর্থাৎ বাজার দরে সিলিন্ডার (১৪.২ কেজি) প্রতি রান্নার গ্যাসের দাম ৪১ টাকা কমে হয়েছে ৫৪৩ টাকা। এ তথ্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের। এখন সিলিন্ডার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্তুকি গুণতে হয় ৬০.৪২ টাকা। এখন দেশের ১৮.১১ কোটি পরিবার বছরে ১২টি ভর্তুকি যুক্ত সিলিন্ডার পান। প্রসঙ্গত, গত বছরের জুন মানে ভর্তুকিযুক্ত প্রতি সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪১৯.১৮ টাকা।

নির্মীয়মান বাড়ির সঙ্গে ছাদ কাটা বাড়ির দিকেও নজর দিন

বরুণ মণ্ডল: কলকাতা পুরসংস্থার চলতি ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানের তালিকায় মহানগরের প্রায় সাত হাজার নির্মীয়মান বাড়ির ঠিকানা যুক্ত হল। পুরসংস্থার নিয়ম মেনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে উদ্যোগ না নিলে ওই সমস্ত নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এরকম বেশ কয়েকটি নির্মাণকারী সংস্থাকে উপযুক্ত নোটিশ ধরিয়েছে পুর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। পুর স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতি সপ্তাহে নিজ নিজ ওয়ার্ডে কাজ করছেন কিন্তু ওই স্বাস্থ্যকর্মীরা এতোদিন নির্মীয়মান বাড়িগুলিতে সেভাবে পরীক্ষা করতেন না। অথচ এগুলিই ছিল শহরে ডেঙ্গু মশার সর্বশ্রেষ্ঠ আঁতুরঘর। এখানেই ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া রোগ জীবাণুর বাহক এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশার লার্ভা রাশি রাশি মিলছে। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীনবাবু বলেন, নির্মীয়মান বাড়িগুলিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রচুর জল জমা থাকে। এছাড়া বৃষ্টির জলও জমা হয়। নিয়মিত তা পরিষ্কার হয়। খোপে খোপে দাঁড়িয়ে থাকে। অতীনবাবু আরও জানান, পুরসংস্থার নোটিশ ধরানোর দুদিনের মধ্যেই যে সমস্ত নির্মীয়মান বাড়ির ঠিকাদার, প্রোমোটার বা মালিক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন না, তাঁদের

নির্মাণকাজ পুরসংস্থার পক্ষ থেকে আপাতত নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হবে। আর এখানেই কলকাতার নগর–পরিকল্পকরা জোরালো প্রশ্ন তুলেছে যে, কলকাতা পুর এলাকায় ৭০০–৮০০ অবৈধ বহুতল নির্মীয়মান বাড়ির একাধিক ছাদ পুর বিল্ডিং দফতরের তরফে যে কেটে দেওয়া হয়েছে, সেই বাড়িগুলিও তো ওই অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভিতরে ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রবেশের কোনও রকম সুযোগ বা অনুমোদন নেই। নগর পরিকল্পকদের প্রশ্ন ওই ছাদ কাটা নির্মীয়মান বাড়িগুলির ভিতরে সর্বত্র বর্ষার পরিষ্কার জমা জলে এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশার চাষ হচ্ছে। সেগুলির বিষয়ে পুর স্বাস্থ্য কর্তাদের বা বিল্ডিং দফতরের হুঁশ কবে ফিরবে? কেবল চালু নির্মীয়মান বাড়িগুলিকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের আনলে হবে?– দৃষ্টান্তস্বরূপ, বেহালার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের অজন্তা সিনেমা হল সংলগ্ন একটি বহুতল ছাদ কাটা নির্মীয়মান বাড়ি কয়েক বছর ছাদ কাটা অবস্থায় রয়েছে সেখানে বৃষ্টির পরিষ্কার জলে এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশা চাষের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কলকাতা মহানগরের সর্বত্র এমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থান সাতশো থেকে আটশো রয়েছে।

এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে অতীনবাবুর পুর নয়া উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, শহরে নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকরা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া নিয়ে সচেতন নন। ফলে খুব সহজ কিছু পদ্ধতি যা দিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায়, সেগুলি তাঁদের জানা নেই। সেজন্য পুরসংস্থার তরফে একটা প্রাথমিক নিয়মাবলি শহরের প্রতিটি নির্মীয়মান বাড়ির ঠিকাদার, প্রোমটার বা মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কারণ এঁদের উদ্যোগ ছাড়া এই কাজ সম্ভব নয়। এদিকে শহরে নির্মাণ ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিরা পুর স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলে পুর স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগ যতো তাড়াতাড়ি কার্যকর হবে শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার ততোই ভালো হবে।

ট্রেডলাইসেন্স–এ রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজস্ব আদায়ে কলকাতা পুরসংস্থার যে দফতরগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ট্রেড লাইসেন্স দফতর তাদের অন্যতম। ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষের বাজেট ট্রেড লাইসেন্স দফতরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল ৫৪.৭৩ কোটি টাকা। সম্প্রতি পুর নথি ঘেঁটে জানা যায়। ওই অর্থবর্ষে ট্রেড লাইসেন্স বাবদ পুরসংস্থার আয় হয়েছে প্রায় সাড়ে ৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্য মাত্রার থেকে তিন কোটির অধিক টাকা কম হয়েছে। আর এই টাকা এসেছে শহরের চালু সাড়ে তিন লক্ষ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, প্রসঙ্গত, ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে ৪৭.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতে পেরেছিল পুর রাজস্ব দফতর। এবং ওই বছর ৩০ হাজার নতুন ট্রেড লাইসেন্স পুরসংস্থার আওতায় আছে।

গাঢ় নীল ও লাল রঙ মশাদের আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রী মশারা গাঢ় নীল, লাল আর কালোর রঙের প্রতি বড়ো বেশি আকৃষ্ট হয়। কেবল এ তথ্যই নয়, বডি–স্প্রে, সেন্ট, পারফিউম, আতর, গন্ধতেল, দেশি–বিদেশি মদ, পুরুষদের ঘামের গন্ধ, প্রেগন্যান্ট মহিলা, মশলাদার খাবার, ফাস্টফুড এবং চা–কফিতে আসক্ত মহিলা–পুরুষদের ঘামের গন্ধে সব থেকে বেশি আকৃষ্ট হয় ডেঙ্গুর মশা এডিস ইজিপ্টাই। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় মানুষ যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে, তার গন্ধে ৫০ মিটার দূর থেকেই সেই মানুষের পিছু নেয় স্ত্রী মশারা। এমনই তথ্য তুলে ধরেছে কলকাতা পুরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ দফতর থেকে জুন ২০১৭তে প্রকাশিত এই মহানগরের মশাদের স্বভাব–চরিত্র সংক্রান্ত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে (মূল্য : ৭০ টাকা, ছাড় দিয়ে : ৬৩ টাকা)। যদিও সমস্ত অতি উল্লেখযোগ্য তথ্যকে ছাপিয়ে উঠে আসছে গাঢ় নীল ও লাল রঙের প্রীতি। পুরসংস্থার চিফ ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ডেঙ্গু গবেষক ড. দেবাশিস বিশ্বাস রচিত 'মশারে করো উৎসে বিনাশ' গ্রন্থে গাঢ় নীল রঙের প্রতি স্ত্রী মশার ভালোবাসার কথাটিকে নিয়ে পুর কর্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। গাঢ় নীল ও আকাশি নীলের মধ্যে কী সাদৃশ্য ও কী বৈসাদৃশ্য তা নিয়েও বিভ্রান্তি দেকা দিয়েছে। গাঢ় নীল রঙ ডেঙ্গুর ভাইরাসবহনকারী এডিস প্রজাতির স্ত্রী মশাদের ভীষণ রকম আকর্ষণ করে। আর তার কামড়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ডেঙ্গু রোগ হয়। আকাশি নীল রঙের প্রতি কোনও মশারই তো আকর্ষণ নেই। তাহলে কীসের বিভ্রান্তি? 'মশার বর্ষাপ্রেম' আর তার থেকে বাঁচতে মশার উৎসস্থল ধ্বংস করার কাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন গোপাল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত ড. বিশ্বাস। স্ত্রী মশাদের হাত থেকে পুরবাসীদের রক্ষা করতে গ্রন্থটিতে বেশ কিছু সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। তাতে রয়েছে মশারা সর্বোচ্চ ১০ মিটার দূর থেকে মানুষকে দেখতে পায়। আর সর্বোচ্চ ২০ সেন্টিমিটার দূর থেকে মশারা টের পায় মানুষের দেহের তাপ ও ঘামের গন্ধ। আবার যার যতো বেশি ঘাম, স্ত্রী মশাদের কাছে তার ততো বেশি আকর্ষণ। গবেষণায় উঠে এসেছে, ঘামের সঙ্গে যে 'ল্যাকটিক অ্যাসিড' বেরোয়, তার গন্ধে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট হয় ডেঙ্গির এডিস ইজিপ্টাই। আর বেশি ঘাম হওয়ার অর্থ মেয়ে মশাদের নজরে বেশি পড়া। মদ খাওয়ার পর দেহ থেকে যে ঘাম বেরোয় তাতে থাকে 'ইথাইল অ্যালকোহল'। স্ত্রী মশাদের আবার এই দুটোই অতি পছন্দ। যার নাক মুখ শরীর যতো বেশি কার্বন ডাই অক্সাই ককটেল ছড়াবে, সে ততো বেশি স্ত্রী মশার কামড় খাবে। এক সমীক্ষায় প্রকাশ, লম্বা ও মোটা মানুষদের বিপদ বেশি। কারণ বেঁটে ও রোগাদের তুলনায় কার্বন ডাই অক্সাইড ককটেল বেশি ত্যাগ করে বলে, এরা মশার কামড় খায় বেশি। আর তাতেই বাড়ে তাদের মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। তাই ঘাম হলেই ভালো রুমাল দিয়ে চটপট তা মুছে নিতে হবে। গন্ধহীন সাবান দিয়ে খুব ভালো করে দিনে একাধিক বার স্নান করতে হবে। মশার কামড় এড়ানোর সব থেকে ভালো উপায় পরিবেশে মশাকে জন্মাতে না দেওয়া। মশার উৎসস্থল ধ্বংস করার কাজকে ড. বিশ্বাস গুরুত্ব দিয়েছেন। মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে কী করতে হবে তাও ওই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন। বৃষ্টির জমা জলে কিছু কিছু মশার বেলাগাম বংশ বিস্তারের সম্ভাবনা। বর্ষা এবং বর্ষা পরবর্তী সময়টাতে কলকাতা মহানগরে যেসব মশা সবথেকে বেশি জন্মায়, ম্যালেরিরার বাহক 'অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই' তাদের অন্যতম। অ্যানোফিলিসের পাশাপাশি বৃষ্টির জল ভালোবাসে ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়ার মশা এডিসও। তবে এদের পছন্দ একটু অন্যরকম।

মাঙ্গলিকী

‘ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই’– সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল উপরোক্ত আসর। ৪৫ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত ও বাচিক শিল্পী অংশগ্রহণ করলেন আসরে, ঘরটি খুবই ছোট তবে তাতে কি? ‘আকাশ তো বড়’— অর্থাৎ সকলেরই হৃদয় প্রসারিত, সুতরাং শারীরিক অস্বস্তির কথা কে মনে রাখে? বস্তুতঃ দিনে দিনে যে এই আসর সত্য সত্যই ‘কল্লোলিনী’ হয়ে উঠছে তার প্রধান কারণ আসরের মধ্যমণি, সংগঠনের স্থায়ী সভাপতি, ৬ দশকের উজ্জ্বল কবি শ্রদ্ধেয় রত্নেশ্বর হাজরার সব আসরে ‘অবশ্যই উপস্থিতি’... এই সাথে অবশ্যই বলতে হয় সংগঠকদের কথাও (গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জী, প্রথম দিন থেকে পাঠাগারের সাথে যুক্ত সৌরীণ চ্যাটার্জী, পাঠাগারের সাথে বহুদিন ধরে যুক্ত সুব্রত মুখোপাধ্যায়, নিমাই মিত্র প্রমুখ ও অবশ্যই উদয় চক্রবর্তী...) যাঁরা আসরে আগতঃ নতুন পুরাতন সকল কবি সাহিত্যিককে একইভাবে উষ্ণ আপ্যায়ণ করেন। ‘যে বিষয়টি’ কোনও কোনও আসরে ‘মিসিং’ হতে দেখেছেন এই প্রতিবেদক।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এদিনও প্রথম থেকে শেষ অবধি সকলের ‘পরিবেশন’ আগ্রহ সহ শুনলেন, কিশোরী কবি কুইনের কবিতার গঠনমূলক সমালোচনা করলেন। সব শেষে সকলের অনুরোধে শোনালেন তাঁর অনবদ্য কবিতা, ‘আয়নার আলো’। এদিন উদয় চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে (‘তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাই’!) আসর সঞ্চালনা করলেন নিমাই মিত্র— উদয় চক্রবর্তীর মতই ‘মেদ বর্জিত’ সঞ্চালনা। পরে পাঠ করলেন সলিল চৌধুরীর কবিতা ‘শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা’। নিমাই মিত্রকে সঞ্চালনায় সহযোগিতা করলেন সৌরিন চট্যার্জি। পরে শোনালেন তাঁর কাহিনীমূলক, আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কবিতা ‘বোনটা’। আর এক বরিষ্ঠ ব্যক্তি এই মাসিক সভার সংগঠকদের একজন সুব্রত মুখোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর গল্প, ‘আগুণের পরশমণি’। বরিষ্ঠা কবি (সঙ্গীত শিল্পীও বটে) অসীমা মুখোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর কবিতা, ‘রাষ্ট্র’। এদিন আসরে যাঁরা প্রথম এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি স্বরূপ চক্রবর্তী (আগেই আমাদের মাঙ্গলিকীর পাতায় ‘সেরা রচনা’–র পুরস্কার জিতে নিয়েছেন) স্মৃতি দত্ত, বাসন্তী দাস। প্রত্যেকেরই কবিতা ভালো লাগল।

এদিন আসরে আসেন পশ্চিম পুটিয়ারী হরিদেবপুর সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি (এঁদের মাসিক সাহিত্য সভা ১৪ বছরে পা দিয়েছে) শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। অধ্যক্ষ তাঁর অভিজ্ঞতাতেই অতি অনায়াস ভঙ্গীতেই সাহিত্য সমাজকে ছুঁয়ে রম্য ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণের শেষের দিকে বর্তমানে ‘কৃত্রিম রাজনীতি’ নিয়েও কিছু কথা ছিল। শোনালেন কবিতা, ‘ধুত্তোর’, ‘সেই নারী’। আসরের গোড়ায় সুব্রত মুখার্জী বলেন, বর্তমানে আবার সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাঁর বিরুদ্ধে এই সভা দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এরই সাথে সঙ্গতি রেখে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন রবীন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী; শোনালেন ‘ও আলোর পথ যাত্রী’। এদিন আসরে বিশেষ পাওনা ছিল শিশু সঙ্গীত শিল্পী অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের গান, বিশেষ বালক ধ্রুব রায়ের সঙ্গীত পরিবেশনের প্রয়াস, সদাই ‘দূরন্ত’–র গতিতে সভায় দুরন্তপনা করা আয়ান ভট্টাচার্যর স্বরচিত ছড়া (প্রকাশিত) সংগঠনকে অভিনন্দন এদের আসরে সুযোগ দেওয়ার জন্যে। গানের কথা বলতে গেলে বলতেই হয় এদিন সঙ্গীত শিল্পী চন্দনা দাশগুপ্ত ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল শিল্পী। ৮০–র কোঠায় পৌঁছে যাওয়া জীবন চক্রবর্তী শোনালেন সেই সবার মনে গেঁথে যাওয়া আধুনিক গানটি, ‘এলো বরষা যে সহসা’ সশ্রদ্ধ, অভিবাদন। সুজিত সরকারের কবিতা এই প্রতিবেদকের সব সময়েই ভালো লাগে— এদিনও ভালো লাগল। তাঁর গভীরভাব সমৃদ্ধ কবিতা, ‘অন্তহীন পথ’। এদিন আসরে বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সবার সামনে মেলে ধরলেন সদ্য শুরু হওয়া জাদুকলাকে কেন্দ্র করে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ‘জাদু রঙ্গমঞ্চ’। ‘ইলিউশন অর রিয়ালিটি’ ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটির (স্থাপক সভাপতি বিশ্ববন্দিত জাদুকর (ডঃ) পিসি সরকার জুনিয়র) তরফে পত্রিকাটি শ্রদ্ধাসহ উপহার দিলেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা ও ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনকে ও এই সাথে পাঠাগারকেও দেওয়া হয়েছে কপি। এদিন আসরে বেশ কিছু ভালো গল্প শোনা গেল। আসর দিনে দিনে আরও বর্ণময় হয়ে উঠছে।

সাবধান বাণী : দোতলার ঘরে এই আসর বসে। রাস্তার দিকের বারান্দার পাঁচিল উঁচু করা প্রয়োজন। নচেৎ কোনও কবি, লেখকের উচ্ছাসের বশে ‘অধঃপতন’ ঘটতে পারে!

আরও : প্রায় প্রতি সভাতেই চা বিস্কুটের সাথে প্রমাণ আকারের সিঙাড়া হাতে পান সবাই। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অভ্যর্থক গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জী, কোথা থেকে পান এই সব? একি ‘ভূতের রাজা দিল বর?’— জানাতে হবে!

নানান স্বরচিত কবিতায় গল্প পাঠে, গানে, আবৃত্তিতে, শ্রুতিনাটক পরিবেশনের আসরে যারা আরও অংশ গ্রহণ করলেন তাঁরা হলেন বিজন চন্দ, মালা চন্দ, চন্দনা গোস্বামী, মিতালি ব্যানার্জী, অতুল কর্মকার, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, গীতা অধিকারী, সুব্রত ভদ্র, লাবণী মান্না, প্রদীপ গুপ্ত, অরুণ গুহ, সীমা গুপ্ত, দীপন সেনগুপ্ত, স্বপন দাস, সুনীল গুহ, অদিতি রায়, বিশ্বনাথ দাস, মিনু প্রধান, প্রসেনজিত ভট্টাচার্য, দেবাশীষ গুহ (সমাপ্তি সঙ্গীত) প্রমুখ। আর গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জী পড়লেন কবি রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা।

‘ত্রিকাল’ সাহিত্য সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘ত্রিকালে’র প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবারের সাহিত্যসভা এদিন (০৮/০৭/১৭) সন্ধ্যায় উত্তরিত হয়েছিলো এক সুরম্য সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীত মুখর উপভোগ্য অনুষ্ঠানে।

লিটল ম্যাগাজিনের জগতে ‘ত্রিকাল’ এখন এক পরিচিত নাম। যে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাবন্ধিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৃষ্ণা সেন। যিনি পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতমা এবং তাঁরই বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয় এই সাহিত্যসভা। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করে।

ডঃ স্বপন মুখার্জীর ভাটিয়ালি গানের পাশে দেবাশিস মল্লিকের উদাত্ত কণ্ঠের ‘যেওনা দাঁড়াও বন্ধু...’ এবং সুর–লয়ের মেলবন্ধনে পরিবেশিত আরও দু’টি নতুন কণ্ঠ— শতাব্দী ব্যানার্জী ও সীমিতা চৌধুরী ছিলেন অনবদ্য। রসরাজ বিভাস শূরের সুরের মাদকতা কাটাতে যাদু ছড়ি বুলিয়ে দিলেন বিশিষ্ট বর্ষীয়ান যাদুকর অরুণ ব্যানার্জী। এই মুগ্ধতা গভীরতর হলো সাহিত্যিক গোপেন্দুভূষণ চৌধুরী, অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত গুপ্ত ও জ্যোতিবল্লভ সাহার প্রবন্ধ পাঠ ও মনোজ্ঞ আলোচনায়। এছাড়া যাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অনন্য মাত্রায় উত্তরিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য সুধী পি কে সেন (পিয়ারলেসের ভূতপূর্ব চেয়ার ম্যান), আকাশবাণীর ঘোষিকা মৈত্রেয়ী চৌধুরী, রত্না বসু, মিতা দাশগুপ্ত, তনুশ্রী ব্যানার্জী এবং ‘ব্যঙ্গমা’র সম্পাদক অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও আরও বহু বিশিষ্ট গুণীজন ও পত্রিকার লেখক–লেখিকা ও সদস্যবৃন্দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পীযূষ সেনগুপ্ত। এছাড়া অনুষ্ঠানের উপস্থাপক নীরব কর্মী দিলীপ পাত্র ও পত্রিকার সহসম্পাদক সুব্রত হাইত।

‘ত্রিকাল’ সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় পত্রিকা প্রকাশের নানা প্রতিবন্ধকতা এবং পত্রিকার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে দু’কথা বলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে রসনাতৃপ্তিতে আপ্যায়িত করেন মৈত্রেয়ী চৌধুরী।

সিনেমাঘর

কমরেড–মেঘনাদ বধে মেতেছে তিলোত্তমা

পার্থসারথি গুহ

সম্প্রতি রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দু–দুটি ছবি মুক্তি পেয়েছে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে। বক্স অফিস বলছে ছবিগুলির বাজার যথেষ্ট ভালোই। বিশেষ করে তরুণ পরিচালক শঙ্কুদেব পাণ্ডা যেভাবে বাম জমানার সন্ত্রাসের নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন তা তারিফযোগ্য। আবার সোনিকা সিং চৌহানের মৃত্যুতে নাম জড়ানো বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় দাগ কেটেছে অনীক দত্তের মেঘনাদ বধ রহস্য ছবিতে। পাশাপাশি নিজের চেনা অভিনয়ের বৃত্ত থেকে অনেকটাই খাপছাড়া দেখিয়েছে এই ছবির প্রধান চরিত্র সব্যসাচী চক্রবর্তীর অভিনয়। বিক্রমের পাশাপাশি চুটিয়ে অভিনয় করেছেন গার্গী রায়চৌধুরী, আবীর চট্টোপাধ্যায়রা। অন্যদিকে কমরেড ছবিতে মৌবনী চট্টোপাধ্যায় চরিত্রের প্রয়োজনে যে নগ্ন দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন তা বাংলা ছবির ইতিহাসে নয়া সংযোজন হয়ে উঠেছে।

কমরেড ছবিটি নির্মিত হয়েছে সিপিএম তথা বামপন্থীদের নিদারুণ অত্যাচারের কাহিনীকে বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। বিশেষ করে সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম পর্বের কথা এখানে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সিঙ্গুরের কোনও একটি বিষয়কে নন্দীগ্রামের মধ্যে যেভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা মোটেই আকাঙ্খিত নয়। এই দুর্বলতাগুলি বাদ দিলে ছবিটি যথেষ্ট ভালো। বিশেষ করে পরিচালক হিসেবে শঙ্কুদেবকে ফুল মার্কস দিতেই হচ্ছে। সাংবাদিকতার কেরিয়ার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের মাথা হয়ে ওঠা শঙ্কুর জীবনও নানা ঘাত–প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। পরবর্তীকালে সারদা কাণ্ডে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার জেরার মুখে পড়ে পদ খোয়াতে হয় একসময়ের মমতা ঘনিষ্ঠ এই ছাত্র নেতাকে।

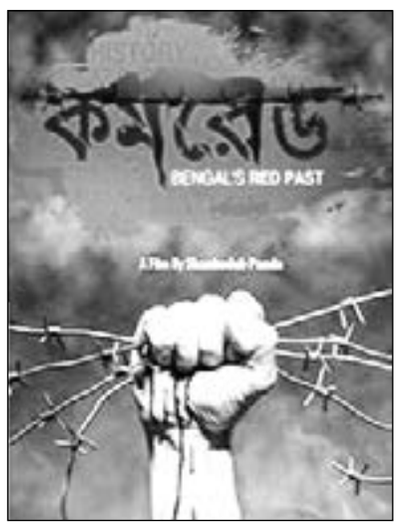

তাও নিজের ছবির মধ্যে সাংবাদিক থাকাকালীন যে লাল–অত্যাচারের ছবি দেখেছিলেন তা তুলে ধরতে কোনও আপস করেন নি শঙ্কুদেব।

সত্তরের নকশাল আন্দোলন আগাগোড়া জুড়ে থেকেছে অনীক দত্তের মেঘনাদ বধ রহস্যের সঙ্গে। যদি কেই হালফিলের ফেলুদা বা ব্যোমকেশ বক্সী মার্কা ছবি ভেবে মেঘনাদ বধ দেখতে যান তবে নিশ্চিতভাবে তাঁকে ঠকতে হবে। কারণ এই রহস্যের উন্মোচনে পুলিশ ডাকা হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে নিজেদের বিবেক দংশনের মাধ্যমেই এর সমাধান লাভ সম্ভব হচ্ছে। সব্যসাচী চক্রবর্তী এখানে সেই ব্যক্তি যিনি নামি লেখক হলেও তাঁর ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন নকশাল মুভমেন্টের এক সক্রিয় কর্মী। তাঁর এক বন্ধু (যিনি কোনও অবস্থাতেই আপস করতে চাইতেন না) ইন্দ্রজিতকে লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থাও করে দেন অসিমাভ ওরফে সব্যসাচী। কিন্তু পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাদের থার্ড ডিগ্রিতে ভেঙে পড়ে বন্ধুর আত্মগোপনের জায়গাটি বলে দেন। পরিণামে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় ইন্দ্রজিতের দেহ। তখন তাঁর আদিবাসী বান্ধবী অন্তঃসত্ত্বা। সেই ইন্দ্রজিত কন্যাকেই পরে ফিরে আসে অসিমাভ’র সাজানো সংসারে। মেঘনাদ বধ কাব্য উপহার দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় মানসিক ব্ল্যাক মেলিং। যার পরিণতিতে অসিমাভ সব ছেড়ে ছুড়ে নিজেকে শেষ করার পথে (যদিও ছবিতে তা দেখানো হয়নি) অগ্রসর হন। খোঁজ এর সাফল্যের পর মেঘনাদ বধেও কামব্যাক হয়েছে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের। সব্যসাচীর প্রথম পক্ষের ছেলে হয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আবার সম্পর্ক জমে ওঠে সব্যসাচীর দ্বিতীয় পক্ষ গার্গী রায়চৌধুরীর মেয়ের। আবার গার্গীর সঙ্গে আবীরের সম্পর্কের রসায়নটাও বেশ জমজমাট।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদের ছবি ‘নবাব’

শঙ্কর ঘোষ

সদ্য মুক্ত ‘নবাব’ ছবির প্রেক্ষাপটে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ। সারা বিশ্ব জুড়ে এখন সন্ত্রাসবাদীদের দাপাদাপি। শান্তি শৃঙ্খলা বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে এই সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্যে। তার করাল ছায়া এসে পড়েছে এই বাংলাতেও। যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের দল ও আপনজনরাও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে যিনি বলেন তিনি রাজীব চৌধুরী ওরফে নবাব। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু কোথাও কোনও ভয়ঙ্কর রকমের সন্ত্রাস বা হানাহানির জন্য সংখ্যালঘু কোনও এক সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার প্রবণতার বিরুদ্ধেও জেহাদি হলেন এই নবাব। তাই সারা ছবি জুড়ে অনেক ঘটনার

ঘনঘটা। তার মধ্যে ফাঁসিয়েও দেওয়া হয় নবাবকে। নবাব সেই সব ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করে দেশকে, মুখ্যমন্ত্রীকে রক্ষা করে কি ভাবে; তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে এই ছবিতে উপস্থাপিত। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অবশ্যই পরিচালক জয়দীপ মুখার্জির। সারা ছবিতেই তিনি কৌতূহলটুকু বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পরিচালককে এ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছেন ছবির শিল্পী ও কলাকুশলীরা। নবাবের চরিত্রে বাংলাদেশের অভিনেতা শাকিল জমিয়ে দিয়েছেন। সুদর্শন স্মার্ট এবং উচ্চারণের স্পষ্টতা নিয়ে তিনি দর্শকদের মন জয় করেছেন। দিয়ার চরিত্রে শুভশ্রীও সমানে তাল দিয়ে গিয়েছেন তার অভিনয় ও সৌন্দর্য দিয়ে। রজতাভ দত্ত এখানে ভিলেন নন, কিন্তু ভিলেনের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। খরাজ মুখার্জি এখানে কমেডিয়ান নন, তিনি ভিলেনের চরিত্রে; দেশের উপমুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায়। দু’জনের স্থান বদল হলেও, তারা যে পারদর্শী সে প্রমাণ রেখেছেন। অপরাজিতা আঢ্য, সব্যসাচী চক্রবর্তী, সাগ্নিক, বিশ্বনাথ বসু তাদের চরিত্রায়ণে নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন। গুন্ডাদের ডেনগুলির পরিসর আরও বড় হওয়া প্রয়োজন ছিল। তবু মনোরঞ্জনের সব দিকগুলিতেই পরিচালকের সজাগ দৃষ্টি ছিল, তার প্রমাণ সারা ছবি জুড়েই ছড়িয়ে আছে।

সাড়ম্বরে তারাশঙ্কর জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: যর্থাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। ২৫ জুলাই লাভপুরে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা অ্যাকাডেমির প্রশাসনিক আধিকারিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভময় মিত্র, ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’–র কর্নধার শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, বোলপুরের মহকুমাশাসক শম্পা হাজরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অম্লানকুসুম দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রভাত ফেরির মাধ্যমে গোটা লাভপুর পরিক্রমা করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কার্তিকদাস বাউল। সাহিত্য ও আলোচনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য। তারাশঙ্কর সম্মান প্রদান করা হয় লাভপুরের বিখ্যাত চিকিৎসক সুকুমার চন্দ্র এবং জগন্নাথ ব্যানাজীকে। তারপর হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

প্রয়াত সাহিত্যিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুড়ুল থেকে প্রকাশিত সৃজনীভারত পত্রিকার উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নিরঞ্জন ঘোষ গত

২৫/০৭/২০১৭ অকাল প্রয়াণ করেছেন। এতে বঙ্গসাহিত্যে শোকের ছায়া। গত বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি মানিকতলা ই.এস.আই হাসপাতালের কার্ডিও বিভাগে ভর্তি ছিলেন। ক্রমশ শরীরের অবনতি হতে থাকে। অবশেষে গত ২৫শে জুলাই সকাল ০৯.৩০মি নাগাদ মারা যান তিনি। সঙ্গে এক ছেলে,মেয়ে জামাই ও স্ত্রী ছিলেন। অত্যন্ত কষ্টের মধ্য তাঁর বেড়ে ওঠা। সাহিত্য ছিল তাঁর সাধনা। কলেজ জীবনে স্থানীয় সাহিত্যিক প্রয়াত আব্দুল জব্বারের উৎসাহ এবং প্রেরণায় লেখা শুরু। তিনি প্রায় ৪টি সাড়া জাগানো উপন্যাস ও একটি গল্পের বই নান্দনিক প্রকাশন বার করেন। সর্ব শেষ উপন্যাস অতি বাস্তবকে নিয়েই তাঁর লেখা।প্রচারবিমুখ হওয়ায় অনেকে বুঝে উঠতে পারিনি।তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল(১)মেঘে ঢাকাচাঁদ,(২)ভালোবাসার মুক্ত আকাশে,(৩)ফড়িং,(৪)ঝড়–বৃষ্টি রোদের গল্প,(৫)নলদাঁড়ি বাঁকের উপকথা। বিশিষ্ট সাহিত্যিককে গত ২৯/০১/২০১৭ সৃজনীভারতপত্রিকার পক্ষ থেকে গল্পের রাজাসম্মানে ভূষিত করা হয়। সৃজনীভারত সম্পাদক অভিজি বেরার গবেষণাধর্মী গ্রন্থ বিপ্লবী পদধূলিতে ধন্য নলদাঁড়িঘাট প্রকাশ পূর্বে অনেক কথাই হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে সৃজনী ভারত দপ্তরে শোকের ছায়া। আগামিতে শোকসভা পালিত হবে।

অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্ট্রোলজার্স এর উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যে এখন রক্তের ভীষণ আকাল চলছে। কলকাতার কয়েকটা ব্লাড ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রক্তের পরিমাণ তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমনিতে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষ বিপর্যস্ত তার ওপর রোগী শুশ্রূষার জন্য রক্তের অভাবে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে। রাজ্যে যে সমস্ত রক্তদান শিবিরের আয়োজন হচ্ছে বেশিরভাগ শাসক দলের নেতা নেত্রীদের সৌজন্যে, কিন্তু এতে রক্তের অভাব মিটছে না। রক্তের এই রকম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা করে জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চাকারীদের সংগঠন অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্ট্রোলজার্স যার বয়স মাত্র ২ মাস ১৫ দিন প্রথম সম্মেলনে ৯৪ জন রক্তদাতাকে জমায়েত করে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে যা রাজনৈতিক দলের সংগঠনকে টেক্কা দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ১১৪ জন এই নব গঠিত সংগঠনের সদস্য হিসাবে যুক্ত হয়েছে। সংগঠনের মূল কান্ডারী সাধারণ সম্পাদক ড: দেবাশীষ গোস্বামী, কার্যকরী সভাপতি ড: রমা সান্যাল, জানালেন জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে মানুষের অবিশ্বাসের বাতাবরণ দূর করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নব গ্রহের প্রভাব ও অবস্থান বিচার করে ব্যক্তি মানুষের ওপর প্রভাব গণনা করে ও তার প্রতিকার এই সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্য। অকারণে যেন কোনও জ্যোতিষী সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করতে না পারে সেই বিষয়ে সংস্থার সজাগ দৃষ্টি থাকবে এর পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজ করার ব্রত নিয়ে এই সংস্থার পথচলা। সংস্থার স্মারক পুস্তিকায় ২০ জন কার্যকরী সদস্যের নাম অনুষ্ঠান মঞ্চে ঘোষিত করা হল। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সভাপতি যুগল কিশোর শাস্ত্রী সার্বিক ভাবে সব দিকে নজর দিয়ে এই নব উদ্যোগকে সফল করেছেন। বৈদিক মতে উত্তর কলকাতার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজ দিয়ে সকলের কল্যানে নবগ্রহ শান্তিপুজো সুষ্ঠভাবে করার জন্য রঞ্জন পাঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন বক্তার মধ্যে অভিনয় জগতের পরিচিত নাম এবং নানান মজা করে কথা বলায় অভ্যস্ত খ্যাতনামা শিল্পী তনিমা সেন–এর সুন্দর বক্তব্যের সাথে দশ আঙুল তুলে দেখালেন তিনি আংটি ধারণ করে ভাগ্য পরীক্ষায় বিশ্বাসী নন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলের মধ্যে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য বিষয়টা নিয়ে জানার আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন। বাংলা

সিরিয়ালে স্বনামধন্য অভিনেত্রী মনামী ঘোষ তার ছন্দবদ্ধ কথার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে রোজকার নিয়মে রাশিফল দেখে শুভ, অশুভ যাই বিচার করা থাক না কেন তাকে পাথেয় করে দিনটিকে একটা সফল কাজের দিন হিসাবে বিচার করার জন্য প্রেরণা পান। অন্যান্য টলিউড ও বাংলা সিরিয়ালের উল্লেখযোগ্য নাম শকুন্তলা বড়ুয়া, ভাস্কর ব্যানার্জী ও অভিনয় জগতের আরো কলাকুশলী যেমন ছিলেন তেমনি লবন হ্রদের বাসিন্দা ও সঙ্গীত জগতে সকলের পরিচিত নাম শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও সাথে অন্যান্য সঙ্গীত শিল্পী ও বেশ কিছু পরিচিত রাজনীতিক ব্যক্তিত্বকে মঞ্চে দেখা গেছে। অবাক হতে হল দেখে যখন রুদ্রশীল একজন এমটেক আই আই টি গোল্ড মেডালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও চাকরির অবসরে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করে সঠিক গণনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে প্রচারের চেষ্টা করছে এবং প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিদের আমল থেকে এই জ্যোতিষ চর্চা চলে আসছে তার উল্লেখ করেন। সকলের প্রিয় খনা মা তাঁর ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও সংস্থার আয়োজনে যোগদান করে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে সকলের আগ্রহকে সম্মান জানিয়েছেন। স্থানীয় লবণ হ্রদের বাসিন্দাদের অনেককে রক্তদান শিবিরেএসে রক্ত দিতে দেখা গেছে। অনুষ্ঠান মঞ্চে অনেকে নব গঠিত অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্ট্রোলজার্স সংস্থাকে বন্যাত্রাণ মোকাবেলায় আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। সংস্থার তরফ থেকে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণসামগ্রী নিয়ে একটি দল মেদিনীপুরে বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করে বন্যা ত্রদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেবে। ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়তায় জেলা থেকে আসা বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিত যুবকদের এই পেশার সাথে যুক্ত হতে দেখে ভাল লাগল এবং অবৈজ্ঞানিক ভাবে গণনা করার ফলে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস জন্মাচ্ছে। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু ভুয়ো জ্যোতিষী প্রচার মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে ফলাও ব্যবসা করে চলেছে। এই প্রজন্মের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের এই পেশায় এগিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষের জ্যোতিষচর্চার ওপর বিশ্বাস অনেক বাড়বে। গণেশ বন্দনার সাথে নৃত্য ও নানা অঙ্গের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ ভাল লেগেছে। উপরি পাওনা হিসাবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জ্যোতিষীদের সাদর আপ্যায়ন সঙ্গে সারাদিনের ভুরিভোজ। অ্যাস্ট্রোলজি ও অ্যাস্ট্রোলজার্স এর জন্মলগ্ন থেকেই যেভাবে সমাজসেবার ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার জন্য আলিপুর বার্তার তরফ থেকে থাকল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

কোহলির প্রতিদ্বন্দ্বী এখন বিরাটই

অরিঞ্জয় মিত্র

মাঝে একটাই ছন্দপতন ঘটেছিল যা বিরাটের বিশাল ক্রেজকে সামান্য হলেও সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। আর সেটা ঘটেছে এই হালফিলেই ইংল্যান্ডের মাটিতে। হ্যাঁ, প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীলঙ্কাকে ৩০৪ রানে হারালো। যা নিশ্চিতভাবে নয়া রেকর্ড। ক্যাপ্টেন হিসেবে ধোনির যে সাফল্যের রেকর্ড তাও বেশিদিন যে অটুট থাকবে না তাও বোঝা গেল এর ফলে। হেড কোচ রবি শাস্ত্রী সে কথাটা আবার ফলাও করে বলেও দিয়েছেন। বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারত দেশের মাটিতে (কিছুটা বিদেশেও বটে) পরের পর সাফল্য পেয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাঁদের দেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে। আইপিএলের এই ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে কোহলি ফের তাঁর অধিনায়কত্বের ক্যারিশমা দেখাতে চেয়েছিলেন এই বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে। ওয়ান-ডে মাস্টার্স হিসেবে ধোনি, রায়না, যুবরাজ, রোহিত, জাদেজা কে নেই টিম কোহলিতে। তাঁর ওপর বোলিং অ্যাটাকে মহম্মদ সামি আহমেদের প্রত্যাবর্তন ভারতীয় বোলিংকে আলাদা মাত্রা দিচ্ছে। এর সঙ্গে ভুবনেশ্বরের সুইং বোলিং ভারতের পক্ষে আলাদা জায়গা তৈরি করে দিতে পারে। এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এত কিছু সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অল্পের জন্য ফসকে যায় ভারতের হাত থেকে। যে পাকিস্তানকে গ্রুপের ম্যাচে টুঁটি টিপে হারিয়েছিল ভারত তাঁদের কাছে কেমন যেন আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল ফাইনালে। এই জ্বালা উপশমের জন্য তাই একটা ক্যারিবিয়ান বিজয়ে থেমে থাকা যায় নি। সেটাই সাকার হল শ্রীলঙ্কাকে এই বড় ব্যবধানে হারানোর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এখনও দু-দুটি টেস্ট বাকি। শ্রীলঙ্কাকে পুরো হোয়াইট ওয়াশ করতে পারলে অর্থাৎ ৩-০ হারালে এই জ্বালা হয়তো অনেকটাই জুড়োবে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের যেমন অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনই বাংলার মহারাজের মতোই বিরাট পুরো দলের মধ্যে একতা গড়ে তুলতে একসঙ্গে থাকার ওপর জোর দেন প্রথম থেকেই। তাই তো হঠাৎ করেই রেস্তোঁরায় চলে যান সহ-খেলোয়াড়দের নিয়ে খাওয়া দাওয়া করতে। ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা শ্রীলঙ্কাতেও যথারীতি তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এক্ষেত্রে খাওয়ার বিলটা মেটাচ্ছেন বিরাট স্বয়ং। কোহলিতে মোহিত নন এমন ক্যান্ডিডেট এই ভারতীয় টিমে একজনকেও খুঁজে পাবেন না। এটাই বস্তুত তাঁর ক্যারিশ্মা। যার জেরে পুরো দলটাকে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন তিনি। সৌরভের তুরুপের তাস যেমন ছিলেন যুবরাজ, সেহবাগ, হরভজন, জাহির খানরা, কোহলির তেমন ট্রাম্প কার্ড হলেন রাহানে, ভুবনেশ্বর, সামি, জাদেজা, অশ্বিনরা।

ঠিকই ধরেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের কাছে হারের জ্বালা কিছুতেই যেন জুড়াচ্ছে না ভারতীয়দের। তার ক্ষতে প্রাথমিকভাবে মলম দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে টিম কোহলির সাফল্য। যদিও সফরের শেষে একমাত্র টি-২০ তে ক্যারিবিয়ানদের কাছে হার ফের দুঃখটাকে উসকে দিয়েছিল। কিন্তু সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল শ্রীলঙ্কার মাটিতে প্রথম টেস্টে যেভাবে লঙ্কাবাহিনীর দুর্গ গুড়িয়ে দিল বিরাট ব্রিগেড। বস্তুত নিজে অপরাজিত সেঞ্চুরি করে এই জয়ে বড় অবদান রেখে গেলেন বিরাট। ভারত অধিনায়ক হিসেবে তিনিই যে সেরার সেরা হয়ে উঠতে চলেছেন তার পরিসংখ্যানও রাখলেন একইসঙ্গে। বস্তুত বিরাটের চওড়া কাঁধে ভর করে ভারত তাঁদের অন্যতম কট্টর যথারীতি রবির হাতে এর দলিল হিসেবে উঠে আসছে অধিনায়কত্বের সাফল্যের ট্র্যাক রেকর্ড। যেখানে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আপাতত মহেন্দ্র সিং ধোনি। টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট তৈরি করা সৌরভ কিছুতেই সেখানে ঠাঁই পাবেন না। কারণ রেকর্ড তো ধোনিদের পক্ষে কথা বলছে। অথচ বিদেশে পালটা মার দিয়ে জেতার রসদ কিন্তু এই মহারাজই তৈরি করেছিলেন। যা রেকর্ড বইয়ে ধরা থাকবে না, কিন্তু সে সময়ের তারকাদের মুখে মুখে ফেরে আজও। বিরাট কোহলির একটা মস্ত গুণ তাঁর মধ্যে যেমন রেকর্ড ভাঙার মানসিকতা রয়েছে তেমনই সৌরভের মতো আগ্রাসন ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। এর সংমিশ্রণে বিরাট যে জায়গায় পৌঁছাতে চলেছেন সেখানে আগামীতে আর কারও পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় দেশের মাটিতে একের পর এক জয় কোহলির অধিনায়কত্বকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। সেই বিরাট কিনা আইপিএলে ডাহা ফেল করেছেন। অথচ বেঙ্গালুরুর মতো শক্তিশালী ব্রিগেড খুব কমই ছিল গত আইপিএলে। বেঙ্গালুরু রয়াল চ্যালেঞ্জার্স। কে ছিল না তাদের দলে। খোদ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অধুনা সুপার স্টার বিরাট কোহলি, টি-২০ বিশ্বজয়ী ক্রিস গেইল, বিশ্ব ক্রিকেটে বোলারদের ত্রাস বলে পরিচিত ডেভিলিয়ার্স এবং আরও অনেকেই। অথচ সেই বেঙ্গালুরুও আইপিএলে রীতিমতো খাবি খেয়েছে। অধিনায়ক কোহলি ও সহ-অধিনায়ক ডিভিলিয়ার্সের মধ্যে মতানৈক্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন অনেকেই। ক্রিস গেইলও ছিলেন কুৎসিত ফর্মে। ফলে বেঙ্গালুরু এবারের আইপিএলের লাস্ট বেঞ্চার্সহয়ে

অলিম্পিক্সে আসুক ক্রিকেট

রবীন বিশ্বাস

দাবিটা উঠেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। যে খেলা ভারতীয়দের জীবনে একরকম ধর্ম হয়ে উঠেছে সেই ক্রিকেটকে অলিম্পিক্স গেমসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কাকতালীয়ভাবে সেই প্যারিসেই ক্রিকেটকে ফেরানোর দাবি উঠেছে (২০২৪-এর অলিম্পিক্স বসছে ফ্রান্সে) যেখানে ১৯০০ সালে শেষবারের মতো ক্রিকেট শামিল ছিল অলিম্পিক্সে। মুশকিল হল ক্রিকেট অলিম্পিক্সে শামিল হোক তা কিছুতেই চাইছে না ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা বিসিসিআই। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ক্রিকেট সম্পূর্ণ অন্য ধরণের একটি খেলা, যা অলিম্পিক্সের সঙ্গে বেমানান। ঘটনা হল এই ছেদো যুক্তি দিয়ে বিসিসিআই যতই অলিম্পিক্স ক্রিকেটে যোগ দিতে না চান না কেন, আসলে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা ভয় পাচ্ছে তাহলে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে চলে যেতে হবে তাদের। স্বভাবতই বিশ্ব ক্রিকেটের ধনী সংস্থা তখন যাবতীয় মৌরসিপাট্টা হারিয়ে একরকম দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআইকে ক্রিকেট অলিম্পিক্সের কথা বললেও তাতে কান দিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেটের এই নিয়ামক সংস্থা। তাছাড়া অলিম্পিক্সে ক্রিকেট তখনই অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে যখন প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী দেশ তাদের সেরা টিম পাঠাবেন এখানে। এতেও ঘোরতর আপত্তি রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের। তাদের সাফ বক্তব্য, এতে মোটেই আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে না সংস্থা বা ক্রিকেটাররা। সেই সময়টা কোনও সিরিজ বা টুর্নামেন্ট

খেলে বাড়তি রোজগার করা যাবে বলে বিশ্বাস তাদের। যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তাদের এই দাবি প্রত্যাহার করে কিনা, আর ক্রিকেট অলিম্পিক্সের মূল স্রোতে ফিরতে পারে কিনা তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন।

পাদপ্রদীপের আলোয় শেখ সাহেব

মলয় সুর : বাড়ির সবাই আদর করে ডাকেন 'সাহেব'। সাহেবের ভাল নাম হল শেখ সাহেব আলি। প্রায় দশবছর আগে ছেলেটি যখন প্রথম ফুটবল শিখতে শুরু করেছিল তখন সে খুবই ছোট ছিল। ছিপছিপে চেহারার সাহেব আলির কল্যাণপুর কেসিএফসি ক্লাবে প্র্যাকটিস দেখার পরই তাঁর কোচ উজ্জ্বল বেরা বুঝেছিলেন, সুযোগ পেলে এই ছেলে অনেক দূর যেতে পারে। তাঁর অনুমান ভুল হয় নি। হাওড়ার বাগনান চন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা এই ছেলেটা। এখন বয়স হল তাঁর ১৭। এই ফুটবলার ২০১৫তে অনূর্দ্ধ ১৫ সুব্রত মুখার্জি কাপে বাগনান হাইস্কুলের অন্যতম ভরসা ছিল। পুরুলিয়া স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পুরুলিয়া বয়েজ স্কুল সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে বাগনান হাইস্কুলকে হারিয়ে দেয়। সেই ম্যাচের সেরা হয়েছিল শেখ সাহেব আলি। ২০১৪ সালে কোলাঘাট মাঠে স্কুল ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করে। সেমিফাইনালে হেরে যায়। মাঝমাঠ এবং আক্রমণ দুই পজিশনেই সমান পছন্দ। ২০১৬ সালে কলকাতা ময়দানে তৃতীয় ডিভিশন দল ব্যাতোড় স্পোর্টিং ক্লাব লিগে খেলে। সাঁতরাগাছিতে আবাসিক শিবিরে ছিল প্রায় একমাস। সেখানে কোচ কুতুব সিপাই-এর কাছে শেখে আধুনিক ফুটবলের খুঁটিনাটি। একই সঙ্গে ভোলেননি নিজের শিকড়। সুযোগ পেলে নিজের প্রথম ক্লাব মাকড়দহ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে মেদিনীপুরে কেশপুরে টুর্নামেন্ট খেলে। এমন কি জেলা ফুটবল লিগে গুরত্বপূর্ণ খেলায় খেলে। অনূর্দ্ধ ১৫ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কোচ মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে সে ছিল। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবরের এই ছেলেটি বাগনান হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা বিভাগে পড়ছে, প্রসঙ্গত আবার সে হাওড়া শ্যামপুর আইটিআইতে

ওয়েল্ডার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছে। তারপর বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তাঁর বাবা যাকে সে আব্বু বলে সম্বোধন করে তিনি হলেন শেখ আব্দুল রহমান। মা তথা আম্মা সামসিয়া বেগম। তারা দুই ভাই এক বোন। বড় ভাই সামসের আলি আলাদা থাকে। একমাত্র বোন সনিয়া খাতুন। সৈয়দ রহিম নবির ভক্ত সাহেব আলি। তার ফুটবলের কথা অনুযায়ী ফুটবল, আমার দ্বিতীয় আম্মা, তারজন্য নিজের সবটুকু নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। বর্তমানে মোহনবাগানে অনূর্দ্ধ ১৭ দলে ট্রায়ালে রয়েছে। সেখানে সে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

স্বভাব লাজুক এই ফুটবলারের এখন লক্ষ্য বাংলা জুনিয়র দলে ও পরে সিনিয়র দলের প্রতিনিধিত্ব করা। তার আদর্শ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ড এবং হাইতির মোহনবাগানে খেলা সনি নর্ডি। বিশেষ করে নর্ডির আন্তর্জাতিক মানের ফ্রিকিক তার চোখে অসাধারণ। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল থেকে উঠে আসা এই তারকাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র একটু সরকারি-বেসরকারি সাহায্য। ফর্মের তুঙ্গে তুঙ্গে স্পট করতে হয় এদের। এবং পরবর্তী রণকৌশলে কাজে লাগাতে হয়। বলাবাহুল্য, এরাই ভবিষ্যতের মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। তাই চারাগাছটাকে সেভাবেই লালন পালন করতে হবে। আর কে না জানে উপযুক্ত সরকারি সাহায্য ছাড়া টিকে থাকা অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে ওঠে গরিব ঘর থেকে উঠে আসা তারকাদের। কারণ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রাণপাত লড়াইয়ে নামতে হয়ে তাদের। সে জীবন যে খুবই সংগ্রামময় তা বর্ণনা না করলেও চলে। তাই সাহেবের এই উত্থানের খবরকে আলাদা চোখে গুরুত্ব দিয়ে তার বিকাশে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ক্রীড়াপ্রেমী জনতার।

স্বপন-শোকে বর্ষবরণ ইস্টবেঙ্গলের

পাঁচুগোপাল দত্ত : একদিকে শোকের আবহ, অন্যদিকে ক্লাবের বর্ষপূর্তি সমারোহ। এই দুয়ের চিত্রপটে আন্দোলিত হল গড়ের মাঠ। উপর্যুপরি জন্মদিন পালন করল মোহনাবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। বাগান সাম্প্রতিক বৈরিতা দূরে সরিয়ে ঘরের ছেলে সুব্রত বাবলু ভট্টাচার্যকে সম্মানিত করল মোহনবাগান রত্ন দিয়ে। আর ইস্টবেঙ্গলের জন্মদিবসের ঠিক প্রাক্কালে লাল-হলুদ জনতাকে কাঁদিয়ে প্রয়াত হলেন দক্ষ সংগঠক স্বপন বল। সব মিলিয়ে আনন্দের মধ্যেও বিষাদের সুর শোনা গেল ময়দানে। সুব্রত ভট্টাচার্য প্রিয় ক্লাব থেকে সম্মাননা পেয়ে আপ্লুত হলেন। আর ইস্ট-মঞ্চ তাবড় সেরাদের উপস্থিতিকে ছাপিয়ে স্বপন-হারানোর শোকে বিহ্বল হয়ে উঠল। যদিও ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়াত কর্তার স্মরণে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। যাতে হাজির ছিলেন বর্তমান ও অতীত দিনের বহু দিকপাল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আসিয়ান দেওয়া কোচ সুভাষ ভৌমিক, শ্যাম থাপা, শিশির ঘোষ (যদিও নিজের কেরিয়ারের বড় অংশ বাগানে খেলেছেন এই দক্ষ হেডার) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সমরেশ চৌধুরীরা। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে গত ১ আগস্ট, মঙ্গলবার যে প্রতিষ্ঠা দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হয়েছিলেন হকি তারকা ধনরাজ পিল্লাই। লাল-হলুদ মঞ্চ থেকে সম্মান জানানো হল

সৈয়দ নইমুদ্দিন, সুভাষ ভৌমিক, গুরবিন্দর সিং, পাহাড়ি রায়চৌধুরী, অলোক দাশগুপ্ত, চৈতালি পাল ও ধনপতি রায়কে। দিনের শুরুটাই হয়েছিল ক্লাব তাবুতে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে। তাও শত আনন্দের মধ্যে বারবার তাল কেটে গিয়েছে স্বপন বলের প্রসঙ্গ চলে আসায়। বস্তুত কেউই এড়াতে পারেন নি এই ট্র্যাজিক পরিস্থিতি। ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল জীবন-পল্টু নেই, কবেই চলে গিয়েছেন জ্যোতিষ গুহ। স্বপনদাটাও থাকল না। তাহলে ক্লাব ঠিকঠাক চলবে তো আগামী দিনে।

যাত্রা সম্রাটদের স্মৃতিতে ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবাদপ্রতিম যাত্রা সম্রাট শান্তিগোপাল সহ পালাকার ভৈবর গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনদিন ব্যাপী এক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় বরাহনগর প্রিয় কজন ক্লাবের পক্ষ থেকে। বনহুগলি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই খেলার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৮ আগস্ট চলবে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। বিজয়ী দলকে দেওয়া হবে নগদ অর্থমূল্য ১৮ হাজার টাকা এবং বিজিত দলকে দেওয়া হবে নগদ অর্থমূল্য ১৪ হাজার টাকা। নবীন প্রজন্ম প্রায় ভুলেই গিয়েছে বরাহনগরের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যাওয়া এই প্রবাদপ্রতিম যাত্রা শিল্পী শান্তিগোপালকে। অনেকে আবার নামই শোনেনি এই নটসম্রাটের। তাই বরাহনগরের নব প্রজন্ম তো বটেই প্রায় ভুলতে বসা যাত্রা সম্রাটকে নতুন করে সকলের মনের মণি কোঠায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই এই ক্লাবের প্রধান লক্ষ্য বলে জানা যায়। অন্যদিকে বরাহনগর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একদিনব্যাপী এক ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। অনুর্দ্ধ ১৭দের নিয়ে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গত ৩১ জুলাই বরানগর কালীতলা মাঠে। এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন দমদম লোকসভার সদস্য সৌগত রায়, বরাহনগরের বিধায়ক তাপস রায়, পুরপ্রধান অপর্ণা মৌলিক সহ আরও অনেকে। বরাহনগর স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় শুরু হয়েছে ক্লাবে ক্লাবে ফুটবল দান অনুষ্ঠান। এলাকায় যুবকদের সমাজের দৈনদশার হাত থেকে এবং অপসংস্কৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এসে খেলাধুলায় মনোযোগ দেওয়ানোই মূল লক্ষ্য বলে জানা যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে দুটি ক্লাবকে দুটি ফুটবল প্রদান করা হয়। এর পরে ধাপে ধাপে ক্লাবের সংখ্যা বাড়িয়ে ফুটবল তুলে দেওয়া হবে বলে জানান তপনবাবু।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

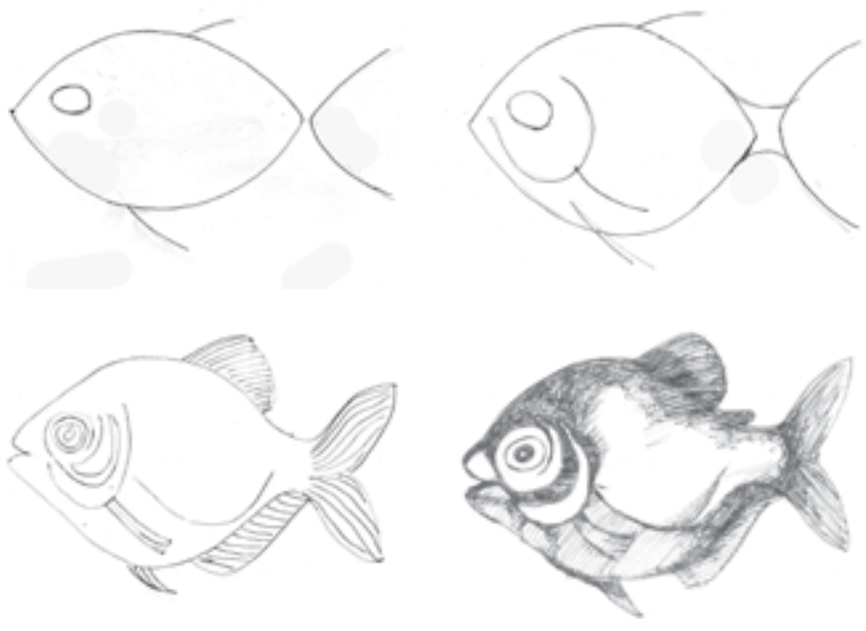

নিজে করো ছবির রাখি

সামনে রাখি বা ফ্রেন্ডশিপ ডে। বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি বাঁধবে আর বন্ধুরা বন্ধুদের হাতে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড। কিন্তু যদি নিজের হাতেই তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে দিনটা আরও স্মরণীয় হয়ে থাকবে একে অপরের কাছে। এক অন্য ধরনের

রাখি। ছবির রাখি।মোটা বোর্ড/ফোম/থার্মোকল গোল করে বা চৌকো করে কেটে নাও দুটো একই মাপের তারপর ওতে নিজের পছন্দ মতোন রঙ করো প্রথমে একটা চাকতি বসিয়ে তার ওপর আঠা দাও আর পছন্দ মতো রঙের রিবন ওর ওপরে লাগাও দেখো যাতে দুদিকে একটু বাড়তি থাকে হাতে বাঁধার মতোন। এরপর ওর ওপরে আর একটা চাকতি বসাও আর তার ওপর তোমার প্রিয় বন্ধু বা ভাইয়ের ছবি লাগিয়ে দাও তৈরি ছবির রাখি।

জয়ন্তনাথ চক্রবর্তী, বিশেষ শিশু, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com